একুশে কবিতা

শুধু কবিতার জন্য

সেপ্টেম্বর ২০১৪

একুশে কবিতা

শুধু কবিতার জন্য

পঞ্চদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৪

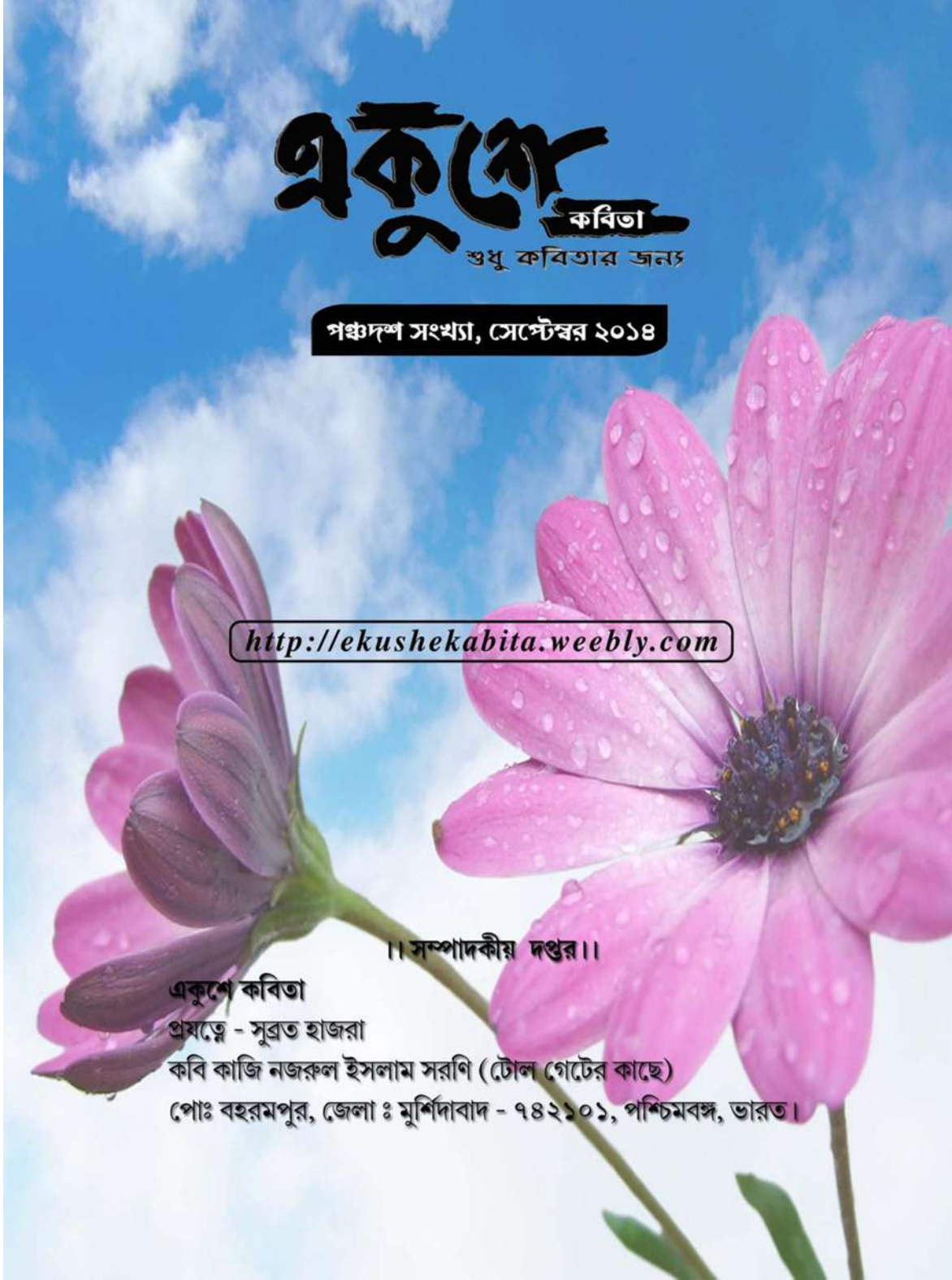

http://ekushekabita.weebly.com

।। সম্পাদকীয় দপ্তর।।

একুশে কবিতা

প্রযত্নে - সুব্রত হাজরা

কবি কাজি নজরুল ইসলাম সরণি (টোল গেটের কাছে)

পোঃ বহরমপুর, জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

একুশে কবিতা

শুধু কবিতার জন্য

পঞ্চদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৪

সম্পাদক	❑	সুব্রত হাজরা।
কার্যকারী সম্পাদক	❑	শঙ্খদীপ কর।
সভাপতি	❑	প্রবোধ কুমার মন্ডল।
আহ্বায়ক	❑	আশুতোষ প্রামাণিক।
কোষাধ্যক্ষ	❑	তন্ময় কুমার মন্ডল।
সদস্য	❑	প্রশান্ত মন্ডল, সুদীপ্ত চক্রবর্ত্তী, অমিত্র সিন্‌হা এবং জয়দীপ মন্ডল।
বন্ধু সদস্য	❑	জুবিন ঘোষ, দেবজ্যোতি কর্মকার, সানি সরকার, অমিতাভ দাস, সঞ্জয় ঋষি, দেবব্রত সরকার, মহঃ সৌরভ হোসেন, রাজেশ চন্দ্র দেবনাথ, শূদ্রক উপাধ্যায়, পৃথা মুখোপাধ্যায়, মিলন চট্টোপাধ্যায়, রাজর্ষি মজুমদার, অনির্বান পাল, সূর্য শেখর সরকার এবং রাজেশ চট্টোপাধ্যায়।
প্রচ্ছদ	❑	চারু পিন্টু।
অলংকরণ	❑	সত্যজিৎ বিশ্বাস।
প্রকাশক	❑	রুমা দে হাজরা।
অক্ষর বিন্যাস		উজ্জ্বল হালদার (৯৭৭৫৮০৪১৮০)।
মুদ্রণ		বনলতা প্রেস, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।
বিনিময়	❑	৪০ টাকা মাত্র।

কথা ঃ ৮৩৪৮৫৫৭২২০(সুব্রত), ৯২৩২৩৫০২১৫ (শঙ্খ)

email : ekushekabita@gmail.com

আমাদের পাতায় আসুন ঃ ***http://ekushekabita.weebly.com***

পাতায় পাতায়

এ সংখ্যায়

কবিতা

অর্দ্ধেন্দু বিশ্বাস, সঞ্জয় ঋষি, জয়দীপ মৈত্র, অনুপম মুখোপাধ্যায়, শূদ্রক উপাধ্যায়, শুভময় পাল, সোহেল তরফদার, জুবিন ঘোষ, দেবায়ুধ চট্টোপাধ্যায়, বাগি গায়েন, ব্রজ সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, রুমা দে হাজরা, তন্ময় কুমার মন্ডল, কাজল সাহা, সাম্য ভট্টাচার্য্য, রাজেশ চন্দ্র দেবনাথ, সানি সরকার, হিমাদ্রী মুখোপাধ্যায়, রাণা বসু, অর্থিতা মন্ডল, উত্তম শর্মা, বানীব্রত কুন্ডু, সজল দাস, শুভ্রনীল, সুমন কুমার সাহু, অনিবার্ণ পাল, সানাউল্লাহ সাগর, তপন মন্ডল, শ্রীমন্ত ঘোষ, দেবজ্যোতি কর্মকার, মৌসুমী রায় (ঘোষ), সৈকত ঘোষ, শোভন মন্ডল, অপূর্ব বিশ্বাস, প্রদ্যুৎ প্রকাশ রায়, শুভেন্দু দেবনাথ, তানিয়া চক্রবর্তী, রঙ্গীত মিত্র, নির্মল ঘোষ, সুদীপ্ত চক্রবর্তী, পিন্টু সাহা, নুরজমান শাহ, তাপস দেবনাথ, সুব্রত সাহা, রৌপ্য রায়, সাহিন হোসেন, শুভজ্যোতি দাস, মৌসম ফেরদৌস কামাল, শুভজিৎ সার, সঙ্গীতা চৌধুরী, বৈশাখী মিত্র, অনন্যা মিত্র, কার্তিক মন্ডল, মুহাম্মদ জিকরাউল হক, ইন্দ্রনীল তেওয়ারী, প্রশান্ত মন্ডল, আশুতোষ প্রামাণিক, সাঁঝবাতি, তন্ময় ভট্টাচার্য, মধুসূদন রায়, অরুণ কুমার দত্ত, সুজিত পাত্র, সুপ্রভাত রায়, পৃথা রায় চৌধুরী, উত্তরণ চৌধুরী, পিয়াস মজিদ, ঋষি সৌরক, গৌতম মন্ডল, সঙ্গীতা রায়, সৃজন, চিরঞ্জিত সরকার, বৈশালী মল্লিক, রাজর্ষি মজুমদার, সেখ সাহেবুল হক, সায়ন্তন সাহা, অর্ঘ্য দে, ঊষসী ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু কুন্ডু, ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী, অমিত্র সিন্‌হা, সরোজ পাহান, সুদীপ মন্ডল, রাহুল মন্ডল, সূর্য্যশেখর সরকার, অভিষেক চক্রবর্তী, আশাকলীনা, সোমনাথ রায়, জয়দীপ মন্ডল, প্রবোধ কুমার মন্ডল, উজ্জ্বল পাল, টুম্পা পাল, উৎস রায় চৌধুরী, সুপ্রিয় মিত্র, সুমন হাসান, মুহাম্মদ আকমাল হোসেন, প্রসেনজিৎ দত্ত, বিকাশ কুমার সরকার, মোহাম্মদ সৌরভ হোসেন, অভিনন্দন মুখোপাধ্যায়, দেবলীনা সিন্‌হা, মোনালিসা, নুরজাহান খাতুন, অনির্বাণ বটব্যাল, মুস্ফাজুল ইসলাম, চন্দন বাঙ্গাল, সায়ন্তন অধিকারী, অর্পণ পাল, সাজ্জাদ সাঈফ, উৎপল ঘোষ, সেলিম উদ্দিম মণ্ডল, রাজেশ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত হাজরা, শঙ্খদীপ কর

কবিতা বিষয়ক গদ্য

অমিতাভ দাস, মিলন চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থ আলোচনা

তন্ময় কুমার মন্ডল, নির্মল ঘোষ

কবিতা এবং ...

জয়দীপ মন্ডল

সম্পাদকের কলমে

সৌজন্য বলে বাংলার একটি শব্দ আছে। যার অভিধানগত অর্থ ভদ্রতা; সাধুতা; ব্যবহার। বর্তমানে এই কথাটি শুধুমাত্র কথার কথা মাত্র। চারিদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় মূল্যবোধের ভীষণ অভাব। গত ২রা জুন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন সিকদার দীর্ঘ রোগভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পরদিন বিশেষ বিমানে তার মৃতদেহ কলকাতায় আনা হয়। সেদিনই দিল্লীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোপিনাথ মুন্ডে এক পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। সারাদেশে শোকের আবহ। সরকারী সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। কিন্তু সেদিন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা ইডেনে কে কে আর -এর সাথে নৃত্যগীতে পা মেলান। যদিও ওই টিমে একজনও কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের ক্রিকেটার নেই। ইডেনে যখন তুমুল হুল্লোরের মধ্যে মানুষ উন্মাদনার শিখরে তখন তপন শিকদার কলকাতার শশ্মানে চিরশায়িত। আশ্চর্যের বিষয় মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, আমলারা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। আবার একদল রাজ্যের সাংসদ দিল্লীতে থাকলেও তারা গোপিনাথ মুন্ডের শেষ শ্রদ্ধায় অংশ গ্রহণ করেননি। সারাদেশের নিউজ চ্যানেলে এই দৃশ্য ফলাও করে দেখানো হলে লজ্জায় মাথা অবনত হয়।

অন্যদিকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এমনকি খুচরো নেতা-নেত্রী পর্যন্ত মানুষকে আর মানুষ বলে মনে করছেন না। প্রায় শুনতে পাওয়া যাচ্ছে অন্যান্য দলগুলির পার্টি অফিস ধ্বংস করা হচ্ছে। বাড়িঘর লুঠ হচ্ছে। অসংখ্য মানুষ বাড়ি ছাড়া। জনগনের সামনে বিধায়ক সদর্পে বলছেন খুন করে মাটিতে পুঁতে দিয়েছি। আবার কেও বলছেন তার নিজস্ব বাহিনী দিয়ে মা-বোনেদের ধর্ষণ করিয়ে দেবেন। নিজ হাতে বন্দুক তুলে নিয়েও তিনি সমস্যায় পড়বেন না। অন্যদিকে পুলিশ পেটানো চলছে দেদার। এস পি বলছেন তারা খুব খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। দোর্দন্ড প্রতাপশালী পুলিশ-প্রশাসনের এই অবস্থা হলে সাধারণ জনগন কি রকমভাবে বেঁচে আছেন?!

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতেও সৌজন্যবোধ অস্তমিত। সীমান্তে চোরাগোপ্তা, দেশে দেশে সংঘর্ষ আর তাতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস। (নাকি শ্বাস স্তব্ধ!) সবথেকে আশ্চর্যজনক এ নিয়ে ঘৃণ্য রাজনীতি- কূটনীতি ও সংকীর্ণতা। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধিক্কার- সকল সুযোগসন্ধানীদের।

একুশে কবিতা পরিবার নতুন করে পরিমার্জিতহল। অনেক কবি বন্ধুদের সাহায্য আমরা পেয়েছি। জুবিন ঘোষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাকে শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা প্রচ্ছদ শিল্পী চারু পিন্টুকে। ধন্যবাদ মাননীয় দীপঙ্কর ভৌমিক মহাশয়কেও, যার সাহায্য ছাড়া মাসিক কবিতা পাঠের আসর হয়তো সম্ভব হতো না।

পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত কবি তাদের মূল্যবান লেখাটি পাঠিয়েছেন তাদের জানাই ভালোবাসা। সদ্য লিখতে আসা অনেক নতুন কবির কবিতা থাকলো, যাঁদের এখনো মকশো পর্ব চলছে। প্রস্তাব ছিল তাদের আলাদা বিভাগে রাখার। কিন্তু আমারা কোন ছুঁতমার্গে গেলাম না। এছাড়া অক্ষরশিল্পী- উজ্জ্বল ও প্রেসের বাবুয়া দা কেও আমাদের ভালোবাসা। বিজ্ঞাপন দিয়ে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা। ভালো থাকুন, কবিতায় থাকুন।

কবিতা

অর্দ্ধেন্দু বিশ্বাস

মালালা

চারিদিকে বারুদের ধোঁয়া,
ঝলসানো প্রকৃতি,
মৃত্যুর হাতছানি।
বুলেটের চোখরাঙানি ভেদ করে
আকাশ বিদীর্ণ করে একটি কান্না,
তারপর হাসি।
পৃথিবীতে জন্ম হয় যুগে যুগে
একজন অগ্নিকন্যার।

খোকন তোর জন্য

আজ যাবার সময়
তোর জন্য একটি নামহীন গাছ লাগালাম।
প্রাণভরে শ্বাস নিস্।
আশীর্বাদ করি বেড়ে ওঠ্ গাছ হয়ে।

স ঞ্জ য় ঋ ষি

পিকনিক

চুলের ফিতের মতো লম্বা একটা টান!
বকফুল মাথায় গুঁজে শান্তিনিকেতন ঘুরছো
দিদিমনির শখ বলতে এইটুকু
ঘুরে ঘুরে পড়ানো আর
ছুটি পেলে পিকনিক।

মাংসের গন্ধ না হলেও চলে ...

শিক্ষকরা কখনো উচ্চবিত্ত হয় না!
এরা সব সময় মধ্যবিত্ত!

জ য় দী প মৈ ত্র

ঘড়ি - ১

অথচ, বন্ধ হওয়ার মুহূর্তে বিশেষ কিছুই বোঝা যায়না

সময়মতোই আপনি সমস্ত কাজ করলেন
শেষে ঘড়িই আপনাকে ছেড়ে চলে গেলো

শুধু মুহূর্তের কাঁটাটি তখনও কোথাও
অল্প অল্প নড়ছে

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম নদীটিও
আসলে অভ্যেস

পৃথিবীর সমস্ত বন্ধ ঘড়ির কৈফিয়ৎ
নিঃশ্বাস অব্দি লম্বা হচ্ছে ক্রমশ

অ নু প ম মু খো পা ধ্যা য়

ডুব : একটি পুনরাধুনিক কবিতা

।
১ গোসাপ যেভাবে থেঁৎলে থাকছে লরির চাকার দাগে
জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে মাছ। ~~কালো~~ দুধে
ডুউউব
দিচ্ছে ~~সাদা~~ মৌমাছি
।
হিংসার মিথ্যে। হিংসার সত্যি। হিংসা
থেকে উঠে আসছে জল না খাওয়ার চেষ্টা
।
একা। এবং একা। ~~কেউ~~ বুঝতে
চাইছে না
।
১ জনের রথের চাকা
এইভাবে ডুবে যাচ্ছে আরেকজনের পেরেকের দাগে
।

শূ দ্র ক উ পা ধ্যা য়

জন্মদিন

একটা ক্লান্তি লোকাল ট্রেনের ভীড়ে মিশে থাকে;
ছোলা ভাজা-লিচু লজেন্স-ডাল বাদাম নামছে-উঠছে ...
অল্প বয়সী যে ছেলেটা রুমাল বিক্রি করতো
আজ তার জন্মদিন;
আমি তাকে বই উপহার দেবো ...

একটা গোলাপ তুলে রেখেছি শরীরে;
রুক্ষ অরণ্যের জন্য ...

শু ভ ম য় পা ল

সংশোধনমূলক

রাস্তার পাথর ছিটকে পাশে দাঁড়ানো
লেনিনের নাকটা ভেঙে দিতেই
আমি রাস্তায়।
একে একে জ্যামিতি ঝেড়ে ফেলা শুরু।

শেষে উলঙ্গ বৃষ্টি মেখে অরণ্যের সামনে
সোজা হয়ে দাঁড়াই।

অনু-পরমানুগুলো ফেরৎ আসার আগেই
আমি সংশোধনাগারে।

সো হে ল ত র ফ দা র

বৈশাখ এখনও আসে পুরনো নিয়মেই

বিশ্রী গুমোট ক্লান্ত ঘর্মাক্ত শরীর
তোমাকে ভালোবাসি বলা শুকিয়ে গিয়েছে,
একটা সবুজ গাছও আমার দিকে হাত বাড়ায় না।
অনেক গাছ কেটেছি একদিন!

তপ্ত মাটি, গুমোট ঘর,
শীতল করার মতো বৃষ্টি নেই কোথাও।
শুধু সবুজ হত্যাকারি বাতানুকুল যন্ত্রের ভিড়,
কংক্রিকেটর জঙ্গলে মৃত পথ বৃদ্ধা।
এসময় ভালোবাসা থাকতে পারে না।

বাতাস বয় না, গাল দিই,
কিন্তু বাতাস আসে না।
যদিও বৈশাখ এখনও আসে পুরনো নিয়মেই!

জু বি ন ঘো ষ

দেবলীনার মুখোমুখি

দেবলীনা আমার স্বীকারোক্তি মাত্র।
আমি জানতাম না তার উপস্থিতি
স্রেফ অনুপস্থিতির কপাল গ্রন্থি নিসর্গ
আসলে অদৃষ্টসাপের লেজে বালিতে লেখা লিপি

নদীতে মিশতে চাওয়ার সেই বর্ণানুক্রমিক চোখ
অজুহাত, কে জানে এসবও আর্দ্রতা কি না
বদলে যাওয়া হাওড়া লোকাল, আবডাল
সহজ মিশকালো, মহামারী, তক্ষভিড়
একে জন্ম বলো, হিংসা বলো, ব্যধি বলো
ভয় লাগে

সর্বজনীন হয়ো না; অন্ধকারে থাকো 'লী'
আত্মজীবনীর মতো অই স্থাপত্য মুখশ্রী
যাতে প্রতিদিন মুখোমুখি চিনতে পারি তোমায়
সাবলীল বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত

দেবলীনা আমার স্বীকারোক্তি নয়
তবুও কোথাও স্বীকারোক্তির মতো।

দে বা য়ু ধ চ ট্টো পা ধ্যা য়

খুচরো প্রেমের ইস্তেহার

কপালে রসকালি, গুজ্ঞা খোঁপা জুড়ে, কুর্তি জিন্স আর বাল্টী ওই গলে
এমন মধু যদি ছড়ায় কোন নদী যেতাম ডুবে তবে আমন প্রেমানলে
তুহার ওই ঠোঁটে গোঠে লাইগসে দ্যাখ আমার বিপরীত চোরা স্রোত
রাধিকা হ্যাঁদে সই অব তো তুহু মোয়ে শ্রবণকীর্তনে নিভৃতে গেয়ে ওঠ
শুনলো রাধা রানি, তুহার বিহনে সে কাটল কত নিশি নিদ্রাহীন
পাত্তা দাও এই নাগর হারামকে, এ শানা তুহুঁ বিনা দীনের দীন।

বা পি গা য়ে ন

শুরু করেছে অথছ শেষ করতে পারছে না

যে যার ফিরে যাওয়া টুকু রেখে যাচেছ। সকাল, তুমি কি দুঃখিত? বাইরে বৃষ্টির গান কিছু একটা উদ্দেশ্য করছে। আমি ধরতে পারছিনা। বারান্দাকে লেলিয়ে দিয়ে বসে আছি খাটের উপর। বারান্দা জানালা দিয়ে লাফিয়ে নামতে চাইছি উঠোনে। ছোটো ছোটো ঢেউ, হামাগুড়ি হামাগুড়ি প্যাকটিস করছে। এখন আশরত কিছু একটা করার দরকার। কি করব? একবার উঠে দাঁড়াবো নাকি? ছাতা নিয়ে বেড়িয়ে পড়বো কি? পাড়ায় পাড়ায় খবর জেনে আসবো কার বাড়ি কত জল?

এই যে জীবন শুরু করেছে অথচ শেষ করতে পারছে না তার গান, তুমি তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে কি একটা দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা লিখবে ভাবছো? তাতে তুমি জীবনের সেনসেক্স খানিকটা লক হবে? উল্টোপাল্টা হাওয়া আসছে। চরিত্র নড়ে পড়ছে খোঁছা খেয়ে। ক্যামেরা তাকে গিলেছে। ক্যামেরা তার আগাপাশতলা চুসে ছুঁড়ে ফেলছে সাফল্যের উপযুক্ত অন্ধকারে। অন্ধকারে এত আলো, এতো শব্দ, চরিত্র অন্ধও কালা হয়ে যাচ্ছে। অথচ ঠোঁটে হাসিটা অক্ষত। হাতের পাঞ্জা দুদিকে দুলছে। সৌজন্যতা, ব্যক্তিত্ব দু'দিকে দুলছে।

আর এক অন্ধকার ছিলো। এই যেমন এখন, বৃষ্টি তার আদিম রেকড চালিয়ে রেখেছে। উঠোনে ঢেউয়ে সংগত। বারান্দা ঘুমিয়েছে। ভিজে জামা গামছা মুখ ভার করে আছে দড়িতে দড়িতে অনেকক্ষণ হল। ঘরের ভিতর হাঁটু বুকে নিয়ে বসে আছি। ঘর আমাকে নিয়ে বসে আছে আন্ধকারে। অন্ধকার তার ভূমিকা খুঁজে পাচ্ছে না এই মুহুর্ত নির্মাণে। আমি কোনো প্রেরণা খুঁজে পাচ্ছি না যাকে উদ্দেশ্য করে একটা লাফ লাল করা যায়। লাফ ঝুলে থাকছে তাই। আমি ঝুলে থাকছি। অন্ধকার ... ঘর ... ঘরের এক ফোঁটা বাহির ... বাহিরের এক ঘেঁয়ে বৃষ্টি ... বৃষ্টির আমরা সবাই ...

... প্রেরণা খুঁজছি কোনো, ফিরে যাওয়াটুকু রেখে না যেতে পেরে।

.....

কবি **আশুতোষ প্রামাণিক** -এর

প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ

"ক খ ন"

পানকৌড়ি প্রকাশন, কলকাতা।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ

"সম্পৃক্তা" -র

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পথে।

যোগাযোগ ঃ ৯৯৩২৭৪৯৬২৬

ব্র জ সৌ র ভ চ ট্টো পা ধ্যা য়

হুক

'পুট' শব্দে ভাঙে
আমাদের সম্পর্কে বিঁধছে রক্ত
অভাবী কিছু সেফটিপিন
এসব গল্প জানে ...

বোতাম

দরজায় হাত ছোঁয়াও -
হরিণের ভেতর বাঘ
বাঘের ওপর হরিণ

শব্দ করে ...
জল খেতে আসে ...

রু মা দে হা জ রা

বৃষ্টির পর

বৃষ্টির পর এখনো কি তুমি আমায় মনে করো?
যখন ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু জলকণা চোখের তারায় ফোটে।

গাছের পাতাগুলি যখন তাদের সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলে
ফুলের দল মাথা তুলে মাটির সুগন্ধ টানে;
তখনও কি একবারও আমার কথা মনে পড়ে না?

আমি দু'হাত বাড়িয়ে নীল আকাশের দিকে চেয়ে
রামধনুকে ডেকে বলি - এসো আমার কাছে।
তোমার সব রঙেতে আমায় রাঙিয়ে দিয়ে যাও।
আর তখনই তোমার রিংটোন বেজে ওঠে —
"যখন নীরবে দূরে দাঁড়াও এসে
যেখানে পথ বেঁকেছে ...।"

তন্ময় কুমার মন্ডল

অসুখ

উড়ে যায় ধোঁয়াময় পৃথিবী
দুঃখচর দিন ছুঁয়ে থাকে অমোঘ অঞ্চল -

তারল্য কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করি,
অপরিসর সময় ...

গা-হাত-পা পুড়ে যায় নিমসিক্ত জ্বরে -
সম্মোহনী টেবিল ঘুমায় পরিযায়ী ঘরে।

কাজল সাহা

স্থানাভাব

দুজনেই জেগে উঠি
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি-পাশাপাশি।

ডালপালা, সুরহীন জলে আমার স্পর্শ
নক্ষত্রদাগ, ঈশ্বর প্রজন্ম
মিশতে থাকে সবুজ পোশাকে।

বিপ্রতীপ কোণে
ছায়ারেখা বরাবর এগালে
আমি আর আমার মধ্যে
সময় ঢুকে পড়ে।
রূপকথার রাতে অতীত-ভবিষ্যৎ জুড়ে দিই
বর্তমান নিঃশ্চিহ্ন।

রঙহীন করবে বলে
আমার তেপান্তর দাপিয়ে বেড়ায় কিছু প্রশ্ন,
আর উত্তর হারাতে থাকি প্রতি শব্দে।
বিপ্লবের সেতু ভাঙলে
আমি ঋতুহীন, জন্মহীন ...

সা ম্য ভ ট্টা চা র্য্য

সূর্যজখম

প্রথম হিংস্র সকালে
শূণ্যতার ভেতর ডানা মুড়ে
কার কথা ভেবেছিলে!

যা না চেনার
পোশাক খুললো,
ফাৎনা নড়ছে

যা ধরা পড়ার
নাগালের বাইরে

সূর্যজখম আশা করেছিলে?

রা জে শ চ ন্দ্র দে ব না থ

কাদাখোঁচা

নিরিবিলি ঝর্ণায় অভিজাত ঘুণ
ঘনীভূত প্রতিজ্ঞা ঘিলুজুড়ে
সাদা পাতাগুলো রাতের ঘুনসি
স্বপ্নের দেওয়ালে ঘুমিয়ে কাদাখোঁচা।

মেঘ পাতা

কেবল পাখির চোখে নিষিদ্ধ বাতি
ক্ষুধার্ত মেঘে গাণিতিক অনুরণনে
সম্পাদিত সূর্যাস্তে হেঁটে চলে চুঁয়াড়
এলোমেলো স্বপ্নে দুটি শালিখ শব্দ বুনে
মেঘ পাতায়

সা নি স র কা র

পর্ণমোচী

ভিক্ষুকের মত সামনে দাঁড়িয়েছি তোমার
কিশোরের পুতুল তুমি, এ হাতে
ফুল হয়ে ফুটেছো কতবার ...
সব মিথ্যে এ ভেবে কে চলে গেছে
অন্ধ বাউল
তার স্পর্শ বহাল তবিয়তে আছে
আমি সমস্ত কৌণিকরেখা
সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি বিশ্বাসী সহীস তোমার
এবার তো পাতা আসুক, ওই নিষ্পাপ
পর্ণমোচী দেহবল্লরে

হি মা দ্রী মু খো পা ধ্যা য়

ভালবাসা

দু'চোখে আগুন রেখে পুড়িয়েছি প্রথাগত ঘুম,
নিবিড় সান্নিধ্যে এসে কক্ষচ্যুত হয়েছিল রাত
তুমিও বদলে গেলে বদলালো চেনা মরশুম
সোহাগি মেহেন্দি রঙে আঁকা হল আলোক প্রপাত;
আলো তো নিভৃতে জ্বলে, তার কথা বলছিনা আজ
তোমার বুকেও জানি জেগেছিল আকাঙ্খার হাত।
সে হাত ছুঁয়েছি যেই - খুলে গেল অলিক দেরাজ
অপরূপ আলো চিনে পুড়েগেল মোহমুগ্ধ চোখ
পিপাসা হঁদারা হয়ে গাইল সে সুখের কোলাজ
আমাকেও স্তব্ধ করে ফিরে গেল সোনালি আলোক,
তাই আমি অন্ধ আজ - ছুঁয়ে ফেলি ফেনিল কুয়াশা
হৃদয় ঢেঁকেছে তার হংসিনী মেঘের পালক -
বাতাসে উড়ছে তার সোনাঝুরি অগনন আশা
মাঝে মাঝে সাপ হয়ে - সুখ গিলে খায় ভালবাসা ...

রা ণা ব সু

আলো

আমার বুকে সদ্য ফোটা বারুদ।
বয়ে নিয়ে উপত্যকায় চষে বেড়াচ্ছি
দুর্লভ হীরে-রত্ন খেলায়

তোমার চোখের দিকে তাকালেই
এক সূর্য আলো; আমার
চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠল।

অ র্থি তা ম ন্ড ল

মেঘ পিওনের দিনলিপি

পুরুষটি ছায়াদের কুড়োচ্ছেন

আল্পস পর্বতের গা ধরে
নিঃসঙ্গ ...
অথচ নীলগিরি রাস্তায়
স্বচ্ছন্দ
একাকী এ-পুরুষকে অনেকটা চিনতেন

একজন নারী পুরুষটির জন্যে
শূন্য থেকে নেমে আসছেন
ঘাসেদের মজলিসে খানিকটা বিশ্রাম ...
কিছু নিঃশব্দের উচ্চারণ ...

পুরুষটি ছায়াদের শরীর দেবেন বলে ...
নারীটি পুরুষটি এবং ছায়া দু-জনকেই
নক্ষত্র দিলেন

উ ত্ত ম শ র্মা

নিশি উপহার

প্রতিটা রাত আসে, তোকে সাথে নিয়ে
ছড়িয়ে যায় নিশাচর গন্ধ।
জীবন্ত হয় বিছানার চাদরে আঁকা ফুলগুলি,
বিশ্বাস ক্রমশ গভীর হয়ে ওঠে।

বা নী ব্র ত কু ন্ডু

আরণ্যক

আমি এখন আরণ্যক জীবনের পথে পথে
তোমাদের ছেড়ে একা একা খুঁজে বেড়াছি
জ্যোৎস্না নদীতে স্নানের আনন্দ
এখানে ভালোবাসারা পখিদের ঠোঁটে ঠোঁটে
গেয়ে ফেরে মাথুর-সঙ্গীত, আর
পথে পথে আমি একা অরণ্যচারী
খুঁজে বেড়াচ্ছি জ্যোৎস্না নদীতে স্নানের আনন্দ

স জ ল দা স

আলোসুর, সুরালো

ঘুম ভেঙে দেখছি, তোমার গানের উপর রোদ্দুর এসে পড়েছে। রোদে ভেসে যাচ্ছে হারমোনিয়াম। তুমি মন দিয়ে সা লাগাচ্ছো, গা লাগাচ্ছো। শুয়ে সুয়ে আমি রোদ্দুর শুনছি। আলো শুনছি একমনে। তোমার আলোয় এতক্ষণে বাবা এসে পড়েছে। থলি হাতে নরম এসে পড়েছে বাবা। সুর এবার মা লাগালো। বাজারের থলি থেকে মা আলো সাজচ্ছে রান্নাঘরে। রান্নাঘরে এতো আলো, চাল ফোটার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আর, তোমার সা থেকে রে থেকে গা থেকে মা, ছাদের পর ছাদ টপকে, রোদ্দুরে সম্প্রচারিত হচ্ছে ...

শু ভ্র নী ল

মুহূর্তকথা

সমস্ত নিবিড় মুহূর্তগুলোই
অসংখ্য শূন্যের যোগফল
আমাদের ঘিরে থাকা
যাবতীয় রঙিন মুহূর্তরাও
চেপে রাখা বিষাদ দোসর ...
যে সরব মুহূর্তগুলো আমাদের
বোবা করে দিয়ে যায়
তারও শিকড়ের গায়ে
জমাট মনখারাপের বুনন আবার
যে মুহূর্তটি নির্বাক করে দিয়ে গেল
তুমি জানলেনা তাকে ঘিরে ধরে আছে
কত না-বলা ভাষার অনুরণন

একরাশ বাঁধভাঙা কথামালা

সু ম ন কু মা র সা হু

মুক্তির চেতনা

পাথরেই হোক কিংবা রক্ত মাংসে
ছবিতে কিংবা কবিতায়
গল্পটা অনুভব করি মাতৃক্রোড়ে
জন্মভূমি, জন্মভূমি তোমার-ই স্পর্শে।

গল্পটা স্বপ্ন দেখায়, উঁকি ঝুঁকি ভোর বেলায়
গল্পটা বলছি তোমায়, আমার মাতৃভাষায়।

গল্পটা ছন্দ বাঁধায়, কিংবা কথায় কথায়
গল্পটা তোমার ছোঁয়ায়, ইতিহাস হয়ে যায় ...

অ নি বা র্ণ পা ল

আয়না

সম্পর্কগুলো আলগা হয়ে গেল,
একটা ঝিঙেফুল ঝরে পড়ে উঠোনে ...
একজন সবজি বিক্রেতা সযত্নে তাঁকে নিয়ে বাজারে যায়
তুমি সম্পর্কের মানে বোঝ?
মিথ্যে দিয়ে রচনা করেছো প্রারম্ভ আলাপ -
এখনও ঝিঙেফুল, রাতফুল, মোরগফুল কান্নায়,
ঝরে পড়ে শরীরে সম্পাতে -
ভুল করেছো মিলনের সুর, রাঙাসিঁদুর, হলুদ প্রজাপতি,
একসুর থেকে আরেক সুরে গাইবার আগে ...
মরে গেছে তাঁরা, বাজারে মৃত মাছের মতো -
ঘৃণা করি তোমাকে, তোমাদের
গবীর পাঠশালায় সবার আগে ভালবাসা শেখার,
মানুষ হতে শেখায় ...
বেঁচে থাকতে চাই,
সবজি বাজারের মধ্যে,
গরীবের মধ্যে,
পোড়ো বাড়ির নিশ্বাসে -
নিজেকে জানতে চাই ঝিঙেফুলের মধ্যে,
নয়নাভিরাম তারার আয়নায় ...

সা না উ ল্লা হ সা গ র

শূন্য ও শূন্যতা

আমি বলতাম গুরুবিদ্যার ইতিবৃত্ত— সে হাসতো আর বলতো আমি গুরু ও শিষ্যে বিশ্বাস করি না। আমি বলতাম আদিম বিদ্যার সরলতা-সে শুনাতো মন ও আবেগের অস্বচ্ছবাণী। আমি বলতাম দূরত্বের কাছাকাছিসূত্র, আকাশ ও মাটির প্রেমগাঁথা অথচ সে ঢেউ আর বাতাসের গল্পই মুখস্ত শুনিয়ে যেত। এমন আমি বলি ... আমি বলি ... না আমি কিছুই আর বলি না - সে হারানো সুখের বিন্যাসে শূন্য ও শূন্যতার নিখুঁত হিসাব কষে।

তপন মন্ডল

লাটাই

সমস্ত সুতো আজ গুটিয়ে নিয়েছে লাটাই-এ
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন
মাটিতে পড়ে থাকা ঘুড়ি
আকাশ না ছোঁয়ার বেদনায়
তবু বাতাস লেগেছে গায়ে
উলট-পালট কয়েকবার।

আমরা স্বপ্ন দেখতে ছাড়িনি
তাই গভীর সমুদ্রে ভাসতে না পারলেও
উপকূলে সাঁতার কটি।

শ্রীমন্ত ঘোষ

পুরনো অভ্যেস

তৈলচিত্রের মুখভার!
ঘর জুড়ে অসহ নীরবতা।
থেকে থেকে ডেকে ওঠে বাচাল টিক্‌টিকি।

টিভি স্ক্রীনে ছুটে যাচ্ছে ব্যাস্ত হেড্‌লাইনে —
ঘরের মানুষ ঘরে ফিরছে;
ঘর ছেড়ে যাচ্ছে ঘরে'র মানুষ।
যন্ত্রের পারদে হৃদয়ের চাপ বাড়ছে।

সময়ের ডাকে এসেছিল পরিযায়ী
বিবেকের ডাকে জমেছিল ভীড়
কিছুই না করতে পারার শব্দে দূরে বৃষ্টি নামছে
সমূহ নূতনকে পাল্টাতে চেয়ে —
ভীষণ একগুঁয়েও এবার পুরোনো অভ্যেস ছাড়ছে।

দে ব জ্যো তি ক র্ম কা র

অনুভূতির স্কেচগুলো

ক ঃ- অথচ নষ্ট হলো জীবন!
গোটাকয়েক পদ্য আঁকতে গেলে?
তরুণ কবি'র শরীরজুড়ে পচন
ভাষার মায়ায়, ছন্দ খুঁজে, নিঃশোষিত হ'লে?

এর চেয়েও ঘর বাঁধতে যদি
দশটা-পাঁচটা অফিস যাপন
কাহিনিও বদলে যেত —
সুখের দুপুর ফেলে কলম হাতে কবি?

খঃ- বোহেমিয়ান ডানায় ভেসে ভেসে
নৌকো নিয়ে ছুটে গেলে নিবিড় কোনো পাঠে
পাথরজুড়ে সময় মেপে নিলে
অনুভূতির স্কেচগুলো সব সূর্য হয়ে হাসে

তুমি বৃষ্টি ডেকেছিলে জটিল মেঘ দেখেও
অজ্ঞাত এক সনেট বোধে মাটির কাছে থেকেও
শুয়ে আছো অন্ধকারে, শুয়ে আছো মেঘে
ছায়া আরো গভীর হয় মাটির স্পর্শ মেখে

গঃ- তরুণ কবি বিদ্ধ হলো
রাক্ষুসে এক গানে
পাঠের ভিতর জেগে আছো
শুদ্ধ উচ্চারণে।

মোবাইল ঃ ৯৩৩৩৩১৫৩৮২

LIC
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

কামদেব মন্ডল

—ঃ এজেন্ট ঃ—

ভারতীয় জীবনবীমা নিগম

নওদাপানুর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

মৌ সু মী রা য় (ঘো ষ)

ধ্বনি

জলে ঢিল ছুঁড়ে
কান পেতে
শুনি অস্ফুট
ডুবে যাওয়া।

ইতিহাস

ইতিহাস পড়তে
পড়তে রক্তের
ছিটে লাগে মনে।

সৈ ক ত ঘো ষ

পুংলিঙ্গ

আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে
অমৃতের উপপাদ্য
সব পাপ ধুয়ে যাক
কুণ্ঠাহীন প্রথম স্পর্শ ...

আকর্ষ বেয়ে যে আশালতা বেড়ে ওঠে
তার শরীরের প্রতিটি রক্তবীজ বহন করি আমি
নিজের অস্থিমজ্জা দিয়ে
অনুভূতির অন্য গোলার্ধে
'পুং লিঙ্গ' তোমায় নির্মান করেছি

আঙুলের আদরে প্রশ্ন নয়
মিশে আছে বিস্ময় ...

শো ভ ন ম ন্ড ল

মহাজাগতিক

গোলক-ধাঁধায় মিলিয়ে যায় আগুন পাখি
নিভৃত পথের ধারে রাত্রি জেগে ওঠে
ব্লেডের মতো তীক্ষ্ণ বাতাসে উড়িয়ে দেয় ওড়না
উড়তে উড়তে ছুঁয়ে যায় নদী, সাগরের তীর
তবুও খুঁজে ফেরে বিষন্ন-পথ
জেগে ওঠা নীলাভ তারায়

ওড়না বেয়ে ঝুপ করে নেমে আসে মহাকাল
তপ্ত দুই চোখে

চোখের মধ্যে তখন খেলে চলে মহাজাগতিক খেলা

অ পূ র্ব বি শ্বা স

ইচ্ছাসন্ধি

ইচ্ছে করে পালায় রং কিনতে
শিখার মাঝে আঙ্গুল ...
নতুন সূর্য পেতে পাখির ডাকে চোখ রাখি।
এখন বালিশের তুলো আধখানা বুক রাখে ..।

রাতের সিক্ত কাপড়
পৌষের সকাল
আনিস তুই,

মোমবাতি শেষ,
ইচ্ছার সন্ধি ধূসর
শরীরটাকে শুকনো রেখে
মনটাকে বিছিয়ে দিলাম।

প্র দ্যু ৎ প্র কা শ রা য়

হৃৎ অন্বেষা

আমায় চেতনা চৈতন্য ঘিরে বৃষ্টি স্নান,
আঁধারের ঘোলাটে আলোয়।
ভেজা শরীর ধুলোয় মেশে,
দূর-আশা রাত্রি যাপন করে যাবে।
বেলাভূমি বেয়ে ওঠে স্বপ্নের সমুদ্র।
ক্ষীণ এক জনহীন দিগন্ত খুঁজে মরি
যদি সেই সবুজ পান পাতা
লাল হয়ে তোমার বুকে প্রাণ পায়।

শু ভে ন্দু দে ব না থ

নিরুদ্দেশ দ্বীপ

সংসারের টুকিটাকি ডানায় মুড়ে
আকাশ দেখতে আমি রোজ রোজ উঠে আসি ছাদে
গৃহী চাঁদ ঘরমুখো আজ, দূরে যাবো, যাবে মুসাফির?

চাঁদের আদ্যক্ষর দিয়ে সাজানো চলমান বিরহ,
উড়ে যায় অন্য কোন গ্রহে, আমি তো মুহূর্ত টুকু লিখি এখন
চোখের মাঝে স্রোতের উৎস খুঁজে
কেটে যায় অনাগত সময়ের ক্লান্তি
প্রেম বোঝেনি ভালোবাসা নিরুদ্দেশ দ্বীপ
নগ্ন করো ... আদিম করো বুকের ভিতর দৃষ্টিধারা
আবার নতুন করে সবকিছু শুরু পথ
কোন চৌকাঠের পায়ে বিঁধে আছে;
ঠাঁই জলে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিভেজা সুর অনেক কুড়িয়েছি
আগুনের শিখা দেখে কোনো পোকা ঝাঁপ দিলে
সেই সব নাম বলো কার মনে থাকে?

তা নি য়া চ ক্র ব র্তী

অজগর

একটা বিসদৃশ ঘেরাটোপ
কেউ কিছু প্রমাণ করতে চাইছে
তার জিভ লালান্বিত
সমস্ত আখের শর্করা সে
কুৎসা মাখিয়ে খায়
ঘেরাটোপের বাইরে আলজিভ

একটা চেনা মানুষ আকাঙ্ক্ষার আদলে
অজগর হয়ে গেছে —

র ঙ্গী ত মি ত্র

বিপজ্জনক

তোমার কাঁধে বন্দুক নেওয়ার আগে
তোমার মুখ ভরে যাওয়া আদরকে
ভেসে যেতে দেখেছি, সমুদ্রের দিকে।

কিন্তু এখানে সীমানা অনেক দূর
তাই মানুষ চেনাও শক্ত।
আর আমি তো সেরকম মানুষ নই। তাই মুখ বুজে থাকি।
কারণ নকল করার অংশটা আমার ডি-এন-এতে ছিল না।
তবু তোমাকে অলি-পাবে দেখলে খুব ভালো লাগে।

তোমার জন্যে তাই আমি দুপুর রোদে পার্ক-স্ট্রিটে অপেক্ষা করি
যাতে তুমি তোমার মনের ক্যামেরার লেন্সে আমাকে ধর

পরে আন্দাজ করি তোমার কাছে
স্মার্ট আর আর্ন্তজাতিক দুটোই-বিপজ্জনক শব্দ

নি র্ম ল ঘো ষ

নোনতা প্রেম

ঘুম জড়ানো চোখে তোকে দেখলাম —
আলতো হেসে চায়ের কাপে চিনি।
কাজে বেড়োনোর ব্যস্ততা - তুই রুমাল
এগিয়ে দিলি। কানের পাশে চুল সামলে —
চলো আমার হয়ে গেছে।

তোর শ্যাওলা সবুজ শাড়ি, বাদল
দিনে জাপটে শরীর। আমার নোনাতা
পুরুষ মনে হিংসের বাষ্প।

সু দী প্ত চ ক্র ব র্তী

ঘনাচ্ছে মেঘ

চোখের সামনে উল্টে যাচ্ছে সমস্ত পৃথিবী
আর অমাবস্যা রং গ্রাস করছে আকাশ,
অথচ আকাশ-ই প্রথম পথ চেনায়
ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে
যুদ্ধ সাঁতার শেখায় ...

এখন নিজেকেই কোলে করে হাঁটছি
নিঃশব্দে, সাবধানে ...
মাটির ঠিকানা ভুলে গেছি বিলক্ষন
তাই স্বপ্নপথে বারবার হোঁচট
আর আসামির কাঠগড়ায় - ক্ষমাহীন অ্যালবাম
তবু খোলা বাজারে বিক্রি হয় শাব্দিক বেদনার ক্যাম্পাস।
পথ প্রদর্শকের ভুল সংজ্ঞা
কিম্বা সস্তার বশীকরণ মন্ত্র

এভাবেই মরছে প্রতিদিন নিজস্ব কান্না
পাল্টাচ্ছ ভালোবাসার ভৌগলিক ভোলবদল
ঘনাচ্ছে মেঘ-এখন হয়ত বৃষ্টি হতে পারে।

পি ন্টু সা হা

জার্নি

একটা পৃথিবীর মত গোল ...

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে উঠে আসা পরিচিত শব্দ
বিন্দুর চারিদিকে আবর্তণ
মেঘের মত ওড়া
তারপর চার দিনের বৃষ্টি।

সন্ধ্যার অস্পষ্টতায় মোহনায় মিশে যায় নদী

নু র জ মা ন শা হ

... এবং মৃত্যু

মৃত্যু এসে দাঁড়ায় রাত্রে। অন্ধকার বারান্দা
দরজা থেকে কিছু ব্যবধানে
দেখি পড়ে আছে আমার
বেওয়ারিশ ভালোবাসা।

রাত্রি জুড়ে ভাসে আতঙ্কের ছায়ামুখ,
উড়ে যায় নিশাচর পাখি
বনে বনে দীপ জ্বালে জোনাকী ...

আকাশে ভারাক্রান্ত চাঁদ
ঝেড়ে ফেলে সমস্ত অভিমান।

মগ্ন গাছ গাছালি ঠাঁই দাঁড়িয়ে
দেখে মৃত্যুর ব্যস্ততা।

বিবর্ণ রং মিলেমিশে একাকার।
বুকের ভেতর জমে আছে
পুরোনো স্মৃতির সংলাপ।

তা প স দে ব না থ

দ্রৌপদীর উত্তরসূরী

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো বহুবার খুলেছে কাপড়
সহস্র দুঃশাসন,
ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে —
শরীর হয়েছে অসার
নির্গত হয়েছে অশ্রু,
ব্রহ্ম হয়েছে কলঙ্কিত,
তবুও মুখে ফুরফুরে হাসি

যেন,
সমুদ্রের জল শুকিয়ে যায় নি,
আকাশে ঝড় হয়নি,
বৃষ্টি হয়নি,
বর্জ-বিদ্যুৎ হয়নি,
উথাল-পাতাল হয়নি,
হৃদয় —

বরং,
ভোর হতে না হতেই
মেতে ওঠে সারা ধ্বনিতে,
আর তার রক্তজবার ন্যায় চক্ষুদুটি
অপেক্ষা করে বসে থাকে
অন্য কোন ব্রাহ্মণের আশায়।

এরা সব
দ্রৌপদীর উত্তরসূরী
সস্মিত বদলে তোমাদের সকলকে
ধন্যবাদ —

সু ব্র ত সা হা

দুয়ার ভেঙে এলো গান

নিকানো হাত ছুঁয়ে আসে এক পশলায়
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে একুশ
ফাগুনে ফাগুনে জ্বলে উঠেছে আগুন ....

বৃষ্টির অপেক্ষায় ছিল যে নীরব শিশুটি
তার হাত বেদুইনের মন্ত্র ...
আর, দুয়ার ভেঙে এলো গান
পাখি-প্রজাপতি-মেঘ সব,

সবই
পরম মমতায় লেগে থাকা গন্ধটা মেখে
শিল্পী হয়ে উঠল স্কুল বালিকার চোখ ...

রৌ প্য রা য়

সূত্র

আজও দিনটা খুব উজ্জ্বল
পশ্চিমী সন্ধ্যা তারার মতো
ঈষৎ আন্দোলনে নগ্ন প্রেমের জন্ম
এভাবেই কেটে গেছে সময়
বিদায় বেলায়
যত দুর যেতে যাও
তবু
কানে ভেসে চিরন্তন মধু কণ্ঠ-হাসি-তামাসা
একবিংশ শতাব্দির জ্যামিতির হিসেব মেলে না
সারি সারি অশ্রুকনায়
আবার প্রমান হল - 'সব ক্রিয়ার সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে'
ভালোবাসার টানে ও।।

সা হি ন হো সে ন

স্বপ্নভঙ্গ

আজ অন্তিমে এসে
দমকা হাওয়ার ঝালাস লাগে।
রক্তিম চোখে
অসহায় প্রেম...

কি নেওয়ার আছে
কাতরানো ছেলেটার কাছে?
প্রত্যাখ্যাত সওগাতে
চূর্ণ স্বপ্ন।

শু ভ জ্যো তি দা স

স্বপ্নতুমি

আগুন জ্বলা কাক জ্যোৎস্না, কোনো এক রাতের স্বপ্ন তুমি —
যাকে অবচেতন মনে অনুভব করলেও পবিত্রতা টের পাওয়া যায়।
মরুভূমিতে খুঁজে পাওয়া শেষ জলকণার বিন্দুর মতো
যার সাথে মিশে যেতে পারলেই মেলে নদের পুণ্যতা।
চাঁদের আলোর ছোঁয়া লাগা রাত্রির রজনীগন্ধা তুমি
যার স্পর্শে বিষাদগ্রস্থ মনও উৎসবের গন্ধে মেতে ওঠে।
জীবনের মানেটাও খুব সহজেই পাল্টে যায়।

জানি সব স্বপ্ন সত্যি হয় না!
তুমি কি শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে?
একফোঁটা জলও কি এসে মিশবে না আর এ বুকেতে
গন্ধটাও মিলিয়ে যাবে পরদিনের লাল আলোয়?
থাকবে না কোনো পবিত্রতা
পাবো না কোনো পুণ্যতা
মিলিয়ে যাবে সব স্নিগ্ধতা!

মৌ স ম ফে র দৌ স কা মা ল

একুশের স্পর্ধা

গরম রক্তের স্ফুলিঙ্গ
একুশের দরজায়
অদম্য সাহসের নিদর্শন —
একুশের যৌবন।

একুশ মানে
হাজার ক্লান্তির মাঝে
কবিতার কাছে নতজানু।

শু ভ জি ৎ সা র

ভালোবাসা ভালোবাসা

হিন্দোল রাগের অভিমানি সুর
মাতাল করা হাড়িয়ার চুম্বনের স্পর্শে
উদাস করা অভিমানি মন,
অস্তপারের সন্ধ্যা তারার উত্থান পতনে
পুড়ে যাওয়া মৃত সাক্ষ্যাতকারের ছাই
মেঘহীন আকাশে আত্মসর্ম্পন করে।
অনুভূতিরা ঠাঁই করে নেয়
সমান্তরাল পথ বেয়ে
দখিনা গুমোট বাতাসে।
ফুটফুটে জ্যোৎস্নার ঝলমলে বৌদ্দুরের মাঝে
অনাদরে ফুটে থাকা ভালোবাসা
শিশির বিন্দু রূপে ঝরে পড়ে।
প্রেমিকার মেকি রঙা চশমার রঙিন ফ্রেমে
জমে থাকা বৃষ্টি ভেজা স্মৃতির ক্যানভাস
আঁধারের রবীন্দ্রনাথ হয়ে
তবুও ভালোবাসে আজীবন।।

স ঙ্গী তা চৌ ধু রী

মেঘেরা ঝাঁপ খোলে

ঘাসের ডগায় জমা তলহীন কষ্ট
বন্ধ রাখলে গর্ভিনী হত নদী
বাষ্প হয়েছে ...

তবু ক্লান্ত চোখ টেনে
আনে পুরনো গুনভাগ

দুঃখবিলাসী চোখ ভারী হয়ে ওঠে
তারপর চিরাচরিত মেঘেরা
আবারও ঝাঁপ খোলে।।

বৈ শা খী মি ত্র

অনাদর প্রেম

জমে আছে সেই সব মাঠঘাট বৃষ্টি
বাতাসের কানাকানি ছি ছি অনাসৃষ্টি
জমে আছে টিংটিং গ্রামভরা আলো
শিখার মতন কাঁপা ভালোবাসা ভালো

লেখা আছে আপনার বিবাহের দিন
আকাশের সব তারা ধুলোয় বিলীন
লেখা আছে মুখরতা কষ্টনিনাদ
অভিমানে ধোয়া চাঁদ রক্তবিষাদ

পুষে রাখি শীতঋতু শীত বারোমাস
হীম পড়ে ভিজে থাকে মোহময় ঘাস
মাননীয় আপনার অনাদর প্রেম
আকাশের পায়ে পায়ে কলুষিত হেম।

অ ন ন্যা মি ত্র

শূন্যস্থান

আমি, বক্ররেখায় সমাজের মাত্রা চিঁড়ে উঁকি
দিয়ে দেখি,
কত অনুমিলি ফাঁক আছে -
যেখানে অক্ষরের ধ্বংসস্তূপে
চাপা পড়ে যাবে
ঘুন ধরা সমাজের ইজ্জতে!
অপারক বিকেলে হলুদ আলো হাতে নিয়ে
অপেক্ষা —
এলোমেলো রাস্তা খুঁজছে
স্বাধীনতা —
এ ভাষা উষ্ণতা চায়, যেখানে জীবাশ্ম বাঁচবে।

কা র্তি ক ম ন্ড ল

যদি ফিরে আসে

চলে যাওয়া দিনগুলি যদি ফিরে আসে
গোপনে, চুপিসারে
আড়ালে ডেকে
বলব যথার্থ মূল্য দিয়ে
জীবনটাকে গড়ে নেব।
যত ভুল, পাপ, ব্যথা, বেদনা
সব দূর করে দাও।
যদি ফিরে আসে —
নিজেকে ভালোবাসবো,
ঈশ্বরকেও ভালোবাসবো।
সময়কে সময়ের মূল্য দিয়ে
পোড়ো জমিটাকে চষবো
ফলাবো মানবিক মূল্যবোধ।

মু হা ম্ম দ জি ক রা উ ল হ ক

একটা পেন দরকার

স্যারের বুক পকেটে রাখা চারটা পেনের একটা
খুব দরকার ছিল সাকিনার
ওর পেনটা ভেঙে গেছে।

বাবা কিনে দেয়নি
টিফিন খেতে পয়সা দেয়নি মা।

সাকিনা লেখার ভান করছিল
ফাঁকা হাত পেন ধরার মত করে 'ফিরাচ্ছিল খাতায়'
সেটাও স্যারের নজরে পড়ল না
অথচ তখনও স্যারের বুক পকেটে ছিল পেনগুলো।

ই ন্দ্র নী ল তে ও য়া রী

এলিবাই — ২

বহুদিন হল সন্ধ্যের দাগ মুছে গেছে চোখ থেকে।
বহুদিন হল উলটো ঠিকানার ডাকে ফেলে এসেছি
সেইসব মেয়েদের নাম,

একদিন যারা সন্ধ্যের গা থেকে আঁচল খসিয়ে
উদগ্র চাহনি কোমরে বেঁধে নেমে আসতো,
কৃষ্ণের খোঁজে সব সমস্ত বিষাক্ত ফুটপাথে।

এখন ওলট আঁধারে রাত নেমে আসে।
বাঁশির গানে গানে নেচে ওঠে সুন্দরী বিষ্ণুপ্রিয়া।

সন্ধ্যের ডাকবাক্সে গোপিনীদের ঘামে ভেজা চিঠি কে আর খুলবে বোলো।

প্র শা ন্ত ম ন্ড ল

ফিরে যাও

ঘোর অন্ধকারে
মাতাল ঢেউ
নৌকায় দুঃসাহস।
অচেনার নেশায় ...

নেই পোশাকী ভালবাসা
নেই অর্ন্তবাস,
শুধু নীল কালো নগ্ন আকাশ
আর আমার নিঃশ্বাস।

আমি ভুল
তুমি ঠিক
তাই তুমি ফিরে যাও
আর আমি মেঘ ছুঁয়ে আসি।

আ শু তো ষ প্রা মা ণি ক

আত্মহত্যার জন্ম - ১

কালো আমার ভালোবাসার রং
অনন্ত কালোয় আমি খেলা করি।
ভাবনার শেষ সীমার শূন্যতা বুকে ...

তারপুরার কম্পিত তরঙ্গের ক্ষুদ্রতায়
আমার সংসার
আমার ঘর।

কল্পনার কল্পনায় আমার বাস্তবতার উঠোন
পড়ন্ত বিকেলে ঘুঘু ধান খেয়ে যায়।

সাঁ ঝ বা তি

কান্না

ভোরের আলোয় জোনাকি দেখবো
সারারাত কফিনের মধ্যে থেকে
তোর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম
গলা অব্দি যেতে না যেতেই
ঠোঁট কেঁপে গেলো ...

ত ন্ম য় ভ ট্টা চা র্য

আভিজাত্য

ট্রিঙ্কাসের গেটে যে লোকটা সেলাম করলো,
ওকে আমি চিনি -
ওরই কোনো আত্মীয় পাশের গলিতে রোজ মোতে

যে বয় মেনুকার্ড হাতে তুলে দিলো
ওরই কোনো দুঃসম্পর্কের বাবা
কেটলি ও ভাঁড় হাতে দোকানে দোকানে ঘোরে রোজ

যে গায়িকা দুলছিলো,
কী-বোর্ড বাজাচ্ছিলো যে,
অথবা যার হাতে গীটার মানাচ্ছিলো খুব,
ওদেরই প্রাকপুরুষ রোববার-রোববার করে
গেরুয়া পুঁটলি নিয়ে আসে

ফাঁকা প্লেট পড়ে আছে ভর্তি চামচে,
একটু একটু করে ড্রিঙ্কসে চুমুক দিয়ে ভাবি -
ঘুমিয়ে পড়লে বেশ হতো

এখানে ঘুমনো যায়,
জাগিয়ে দেয় না কেউ সময়মতো...

মধুসূদন রায়

ক্রিসক্রস

লোভী, দেখছ না এখানে রক্ত
লাশ জমা হচ্ছে শয়ে শয়ে
যা কিছু গোপন ঢেকেছে গোপনীয়তায়
প্রেমিকার চোখের জলে ভরেছে দশদিক
অলৌকিক বাতাসে ঘামের গন্ধ
যা কিছু সময় গিয়েছে আড়ালে
খুঁটে নিয়ে মৌটুসী পাখির ঠোঁটে
পাশাপাশি নিয়ে অপ্রয়োজনীয়তা
তুমি আর আমি হাঁটছি।

অরুণ কুমার দত্ত

দিনলিপি ১২১

কতটা সহজ হলে আজ।

আমি তো সরল নৌকো বানিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছি উঠোনের জলে ...

রেঁধেছি সিদ্ধ ভাত
সঙ্গে তেল-নুন

যাই নি কোথাও

কিচ্ছু ভাবনি

শুধু ভিজে আকাশ শুকোতে দেখেছি বিকেলের রোদে

তুমি কি আমার মতো।

তবে এস ...
এই মাঝ রাতে আমরা একসাথে বসে কফি খাই ...

সু জি ত পা ত্র

ভালোবাসাটিকে খুঁজে খুঁজে

ভালোবাসাটিকে খুঁজে খুঁজে শেষে অসুখ ধরেছি বুকে
জামানো মেঘ যা কিছু ছিল
এখনো অঝোরে ভেসে বেড়ায়
সুখ নামে শুধু ঘুম আসে আজ চোখের ডানায়

আকাশী তোমায় বুকে পাথরে ধন্য মেনেছি
স্তব রেখেছি স্তন্যপায়ী সমস্ত বিকার জুড়ে
আমার তিক্ততায় পরিপূর্ণ কর তোমার রাস
তুমি নরম ফধ হলে আমি ধূসর উপরিতল

আমাতেও স্নান ভাসে কিছু ধরিত্রী খেচর
চোখের ঝাপটায় নাচে তুঙ্গে তিলোত্তমা
আঁচলের খাঁজে খাঁজে ঝাঁঝালো অতীত
শুধু দিনান্তে খুলে দিতে হয় মলাটের প্রলাপ
কোনো ভুল ভুল নয় - এই মলাটেই লেখা থাক ...

সু প্র ভা ত রা য়

লাইফ সার্কেল

একটা রাস্তা আচমকা বাঁক নিয়েছে খেলতে খেলতে
জার্নির গতিবেগ না চিনেই।
সেই রাস্তায় ধুলোবালির সুখের সহবাস ...
প্রিয় ঘুমের আগে পড়ে ডাকনামে চেনা
শান্ত যানবাহনের স্পর্শের দাগ নিয়ে ছিল সে
অথচ উঠে যায়, সমস্ত জমিয়ে রাখা স্পর্শের দাগ উঠে যায়।
কৃত্রিম ছায়াপথের দিকে...
শরীরের প্রচ্ছদে যখন ব্যবহারে ব্যবহারের কালসিটে মার্ক পড়ে,
তখন থেকে সেই রাস্তাও পথ বলে চিহ্নিত হয়।

পৃথা রায় চৌধুরী

পারাপার

পাখনা ছড়িয়ে
ভোরপুকুরে নেমে গেছে
ইচ্ছে ফসলেরা

রাখালের মাঠ আধোঘুমে
স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে মৃত বাঁশির

মেঘেরা গর্জায় তার শরীরে
যেখানে নির্মমতায় জেগে থাকে
মায়াকালো মণি

অশিক্ষার চামড়া ভিক্ষায়
বোধহীন উড়েছিলো তুখোড় প্রাপ্তিতুফান।

উত্তরণ চৌধুরী

পাতা

ওই যে মেট্রো স্টেশনে দাঁড়ানো স্বামীর পকেটে ভরে দেওয়া সযত্নে রুমাল, আর ওই যে অফিস টাইমে রোদ আড়াল করতে গিয়ে শাঁখাপলার নতুন শব্দে ভরে যাওয়া সমস্তটা দিন, ওদের মধ্যে বাঁধাই -এর ভুলে ঢুকে পড়ে মিছিলে যোগ দেওয়ার ইস্তেহার, মেট্রোর দরজায় লাগা গ্রীজ মোছা কয়েকটা ফিকে হওয়া গোলাপি ঘরে বসে রোজগার করুন ৬ হাজার টাকা মাসে, ট্যাক্সি চালককে নায়ক করে কোনও সিনেমার বিজ্ঞাপন, অফিস মিটিং নিয়ে কিছু এটিকেট শিক্ষা, পা ক্রশ করে বসলে কেন আত্মবিশ্বাসের অভাব ধরা পড়ে, গর্ভপাত করানোর ঠিকানা, ট্রেনের টাইমটেবিল, সঠিক ইংরেজি উচ্চারণ, সান্ধ্য গুম খুন, চাকায় জড়িয়ে যাওয়া ধর্ষণ, এরকম অজস্র বেওয়ারিশ পাতা।
তবে তাও, সন্ধেবেলার রাস্তায় শব্দদের ছায়া যখন ছোট হয়ে আসে, তখন একলা, দিন শেষে, একটু চেষ্টা করলেই ওদের দুজনকে এক সাথে পড়ে নেওয়া যায়।

পি য়া স ম জি দ

চিত্ররূপ

সবুজ শস্যের চাষি হয়েও
জীবনভর এড়ানো যায়নি
নীলনদ।
তার টলটলে জলে
আমার সোনার তরী
ভাসাতে গিয়ে দেখি
প্রাকপুরাকাল থেকে
দুধ-ধবল স্বপ্নের তটে
ঝিকমিক করছো তুমি;
কালরাত্রিশিখা।

ঋ ষি সৌ র ক

একটি কবিতা

এই চালাকির বহুমাত্রিকতা ঝাঁপ দিচ্ছে
১৮০ ডিগ্রী ঘাড় ঘুরিয়ে -
গল্প শেষ করতে করতেও সে পথ পাচ্ছে না পালাবার

ছিদ্রান্বেষী জনতার চোখ
এসকেলেটার ধরে আছড়ে পড়ছে
সপ্তম ফ্লোর-এ

এখানে কোনো ফায়ার এক্সিট নেই
নেই কোনো ধাতব অনুসন্ধিতসু
সমস্ত প্রাথমিক স্ক্রিনিং পেরিয়ে

একটা ছাদের দরোজা দিয়ে রোদ ঢুকছে

গৌ ত ম ম ন্ড ল

শূন্যতার কাছে

ঢেউ ভেঙে ভেঙে
শূন্যতার আরো কাছে আমি
আমরাই মাটির ঘর
উষ্ণ প্রবাহের থেকে
তরঙ্গ চায়।

হাতের পাতায় জল
শব্দহীন কবিতার বিষ
দামামার মতো হাসি
স্ফুরিত আগুন।

স ঙ্গী তা রা য়

ম্লান সূর্য

পড়ন্ত সূর্যটা ইঙ্গিত করে
জীবনের হারিয়ে যাওয়া।
না পাওয়ার স্বপ্নগুলো
একরাশ সোনালী ফুল নয়।
রক্তাক্ত কাঁটায় ঘেরা;
বৃন্তচ্যুত শেফালির সকালে
ঝরে যাওয়া ফুল!
তবু ভালোবাসি।
এই জীবন,— এই পৃথিবী,
একরাশ বঞ্চনা
পিছনে তাকিয়ে দেখি
পড়ন্ত বেলা,
সূর্যটাও ম্লান, অস্তগামী।

সৃ জ ন

জাগতিক

যে একটি সারাক্ষণ পড়বার প্যান্ট ছিল
আজ বাথরুমে যাবার পথে সেটিও নষ্ট
বড্ড একা লাগছে।
যারা মেয়ে মানুষ নয় তাদের একটি অংশ থাকে ঢাকবার মত।
আমি মানুষ-ও নই।
এতোবার পরেও আর
যন্ত্রণা ঢাকবার আশ্রয় পেলাম না।

চি র ঞ্জি ত স র কা র

কুরুক্ষেত্র ২

দাঁড়িয়ে থাকার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি
দেখ, বোকা কত তবু সাজ নিয়েছি যেন বুদ্ধিজীবী
মহাভারতের প্রায় চরিত্র সমস্ত মা রাখে পাশে এখনও
তবু প্রেমিকা বলেছে পারফেক্ট শকুনি
এসব শুনেও কখনও শুনি না অথচ জানি
প্রতিদিন প্রেম কুড়াই, তাই এতো ব্যর্থ অমি।

বৈ শা লী ম ল্লি ক

আমি ও ঈশ্বর

আজ ঈশ্বরের সাথে কথা বলে এলাম
শুনলাম তার দুঃখের কাহিনী,
তার আলুথালু জামা, অভিমানী দুটি চোখ
রোজ ই তো দেখা হয় তাঁর সাথে
হৃদপিন্ডের নামা ওঠা রক্ত শিরায় বয়ে যায়
একই রক্ত স্রোত, সেই ঈশ্বর
উদাসী ঈশ্বর আর আমার সংলাপ ছড়িয়ে পড়ল
কুয়াশার গল্প শুরু হল ...।

রা জ র্ষি ম জু ম দা র

গদাধরের বোতাম - ১

সংকলনটি থেকে দূরে ঘোলা চোখে আমায় দেখেছ।
অথচ চারপাশ ওগো চারপাশের মতন ভূমি -
ঘর আছে, লাল জামা পরে সেখানে শিউলির ছায়া।
যেন মনে করিয়ে দেবে...

আসল পালালে কীভাবে গদাধরের বোতাম খোলা হয়।

সে খ সা হে বু ল হ ক

পরীক্ষার হল ফেরত সন্ধে...

যারা বলেছিল নির্ঘাত ফেল করবে
জানতো তেমনটা ঘটবে না
সেদিনও কলেজস্ট্রীট ঘুরেছে আধখোলা বুকের সন্ধানে

উষ্ণতা ছিল চায়ের চুমুকে
সিগারেট কাড়াকাড়ি মাখা খিল্লির সিঁড়িতে
নেমে এলেন পরীক্ষার হলের লাস্যময়ী ম্যাডাম —
লাল ফ্রেমের চশমা, পছন্দের ফ্লেভার
এবং সবশেষে ডি কে লোধ...

এতক্ষণ মনমরা ছেলেটা
ছেঁড়া জাঙ্গিয়ার পরিহাসে চোখ বুজলো।
কিছু সমস্যা শুধু নিজের —
পরীক্ষার হলে ডি কে লোধ যদি ভগবান হতেন ...

পা শুনতে শুনতে গলির মোড় পেরোতেই
অনিশ্চয়তা হাতে গুঁজে দিল
একশো শতাংশ নিরাময়ের হ্যান্ডবিল

সা য় ন্ত ন সা হা

পাগল

আমাদের পাড়ায় একটা পাগল আছে জগা
জগা যে ক্রমেই গাছ হয়ে উঠছে
একথা বুঝত শুধু পারুল বৌঠান
মাথার ভেতরটা খুব গোলমাল করছিল দিন কয়েক
আসলে গাছেরাও মিথ্যা ধরতে পারে, শনাক্ত করতে পারে খুনিকে
সব দোষ আসলে মনেরই ছিল
আগ্রাসী চুম্বক খেয়ে ফেলছে সব সন তারিখ
নিরেট অন্ধকার রাস্তায় নিভে গেছে জগা
যেমনভাবে রাতজাগা গ্যাসলাইট চলে যায় ঘুমের দেশে
তারপর বুকে ক্লোরোফিল বাসা বাঁধলে
জগার কৃষ্ণশিস ঘুঘুডাক উপহার দিত সংহারিণী রাত

অ র্ঘ্য দে

মাঝি ও শ্রমিকের গল্প

স্টিমার ঘোলা জলে
লুপ্তপ্রায় নৌকা, মাঝি
ভাটিয়ালি কালো ধোঁয়ায়
ঢেকে যাবে ভাবিনি।

গঙ্গাপাড়ের কাগজ মিলের
চিমনিতে ধোঁয়া উঠত।
ভোঁ শব্দে ...

বোবা সাইরেন,
বেকার শ্রমিকের স্লোগান,
সক্রিয় পেটের জ্বালা।

ভাবিনি মাঝি আর শ্রমিকের নিথর দেহ
সাঁতার কাটবে, কাগজের
নৌকার সঙ্গে সমান্তরালভাবে।

উ ষ সী ভ ট্টা চা র্য

চাল চিত্র

১. ছটফটাচ্ছে পরমায়ু,
থালার পাশেই-গোলাকৃতি চাঁদ
বিষাদ রং মেখেছে চুনের
সেতুর বিকেল; সুর তুলেছে সপ্তমে

২. মেরুদন্ডি স্নায়ু প্রকল্প
চুপ দন্ডীপাক সকাল
খাটিয়া কিংবা তৃতীয় বিশ্ব
নিহত বালিশ।

মেঘ জমাট হয়ে বৃষ্টি
ঝড়ের দিগন্তে -
আলেয়া, অদৃশ্য কর্পূর
পরমায়ু বোকাবাক্সে স্থির।

নি র্ম লে ন্দু কু ন্ডু

বিশ্বাসঘাতক

হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশে খুঁজে চলি তাকে
পাহাড়ে-প্রান্তরে, বনে - বাদাড়ে,
তবু সে নিরুদ্দিষ্ট।
সবার কাছে সহজলভ্য হলেও
আমার কাছে হয়ে পড়ে দুর্লভতম।
মনের ভাব অপ্রকাশের যন্ত্রণা
দংশন করে সারারাত।
তবু তা বলা হল না,
স্বপ্নের ডানা ছেঁটে, পঙ্গু,
অনুভব করে চলে মুক্তির ব্যর্থ প্রয়াস,
তবু আসে না সে —
শব্দ আজ যেন বিশ্বাসঘাতক!

ই ন্দ্র নী ল চ ক্র ব র্তী

এইভাবে দেখা দিক

যা কিছু তোমার জন্য রেখেছিলাম,
অনেক বছর পরে
বিকেলে দাড়িয়ে থাকা
বুড়ির চুল বিক্রি করা
ছোট ফেরিওয়ালার হাসিতে দেখা দিচ্ছে।
অন্তত, এইভাবে দেখা দিক।

অ মি ত্র সি ন্‌ হা

রাত জাগা চোখ

রাত জাগা চোখ
সকালে উঠে বলে —
ক্লান্তি তুই কবে পার পাবি?

মেরুদন্ড বেয়ে শিহরণ
পাঁজরে মিলিয়ে যায়
অন্ধকারে ঘর্মাক্ত শরীর
শীতল হয় মাদকতায়।

রোজ রাতে ঝড় এসে কড়া নাড়ে জানালায়
"তুমি কি প্রস্তুত"?
না একেবারেই 'না'
বৃষ্টি এলে তবেই খোলা হবে জানালা।

ব্যথার সুরে বাজবে বাহাদুরের সরোদ
অন্ধকারে ভিজছে আমার শরীর
ভিজছে তো ভিজছেই

ঝড় তুমি খুব হিংস্র
বৃষ্টি তুমি কত স্নিগ্ধ নরম

স রো জ পা হা ন

চরাচর

মরে যাওয়া রৌদ্রের নীলিমায়
মেশা কবোষ্ণ উত্তাপ,
হীম ভেজা জীবনের জ্বালামুখে
আঁচ দিয়ে যায়।

তিতিরের এক বুক ভেজা
নুড়ি ফেলা বাস্তবে,
কস্তুরী গন্ধে তবু বেঁচে ফেরা
সন্ধ্যের মায়াময়তায় ...

সু দী প ম ন্ড ল

পাস ওয়ার্ড

অদৃশ্য প্রায় সাতটা দরজাতেই তালার বদলে স্বচ্ছ স্ক্রিণ।
গোলাকার মূল একটি প্রাচীর, মাঝে প্রধান সাহসের দরজা
ভেদ করা মনের ব্যাপার।
প্রথম কৌতুহলী জীব অনু; সর্বপ্রথম নয় এখানে প্রথম।
— বাবা এগুলোর নম্বর কারও জানা নেই?
— বোকা মেয়ে তাই কি কখনো হয়!
কেউ না কেউ তো জানেই।
— আমি তো প্রায় পঞ্চাশ, তোমার আরও কত ...
সেই দেখে আসছি বন্ধ।
— আমরাও ...।
এগুলোর পাসওয়ার্ড সবাই জানে না
আমি, কি তুমি; তবে ট্রাই করে দেখতে পার।

— জানি। খুলবে, যদি সাতটা মহৎ সৎ গুন কারও থাকে।
হয়তো আমাদের কনা মাত্রও নেই।
অদূর ভবিষ্যতে যদি কেউ ...

রা হু ল ম ন্ড ল

লুকোচুরি

আম্রপালির সুগন্ধী বাতাস
টুকরো স্মৃতি উড়িয়ে
স্বপ্ন আজ
অলিখিত সম্বিতে আর
নিয়মের বেড়াজালে।

খুব কাছে তুই
অন্তর্জালের ওপরে উঁকি
তোর সঙ্গ

তুই এখন লুকোচুরির খেলায়।

সূ র্য্য শে খ র স র কা র

পলাতক

যা কিছু আমার ভালোলাগে
ফাঁকা স্টেশন
জোনাকির আলো
কোয়েলের ডাক

যা কিছু আমার পাশে হাঁটে
রাতের চাঁদ
মৌনমিছিল
ভেতরের মানুষ

আর
এসব কিছুর মাঝে যখন
বাস্তবের রোদ এসে পড়ে,
ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকি।

অ ভি ষে ক চ ক্র ব র্তী

এই সব ঘরের গল্প

আমার ঘর রোজ দুপুরে মরে যায়
আর আমি নেশা...
দুপুরের জানলা রোদ মাখে... খেলে,
আর নয়
বরং একটু পঞ্জিকা পড়া যাক
পুরোনো পঞ্জিকায়
বৃষ্টিরা গাছ আঁকে
বালিশের চোখ জড়িয়ে যায় ঘুমে
বালিশের খিদে পায়
জ্বর পায়
এত রাত হয়ে গেল আজ
বাড়ি আয়
বাড়িতে ঘরেরা থাকে
অ্যান্টিবায়োটিক থাকে
টিকটিকিরা দেয়ালে হসপিটাল খোলে
জিরো ওয়াট বাল্ব
চোখ বুজে থাকা কিছু হলুদ সুইচে
হাত হড়কে যায়
মনে করো আর একটু
অন্ধকার আর
এইসব রাত্তিরের খাবারে এত অভিমান
জমে থাকে কেন
চলো ছবি আঁকি
পেন্সিল, রং
আবছা ঘুম - এভাবেই কাটাচ্ছি
বরবাদ হওয়াগুলো...

আ কা শ লী না

বড়দের কথা

মাঝরাতে হেঁটে যায় পরী
বেওয়ারিশ ফুটপাথে
জোনাকিরা আলো
নিভিয়ে ঘুম-পাড়ানি শোনায়
ভিখিরিরা কান পেতে শোনে
ঝিঁঝিঁর ডাক,
শেষ রাতে লাল হয়ে ফিরে আসে পরী
অন্ধকার গলির বুকে, হেসে ওঠে পিশাচ!!

সো ম না থ রা য়

মুহূর্ত

মুহূর্তে যেন জীবনের ছন্দকে হাতছানি দেয়
হাতছানি দেয় কতগুলি প্রাণশক্তির ন্যায়,
সে প্রাণশক্তিতে আছে শুধু আকর্ষণ
আকর্ষিত হওয়ার প্রবল শক্তিটাকে
মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলে
মুহূর্ত চলে যায় অসীমে পানে।
যেখানে নাই কোনো চাওয়া পাওয়ার ছন্দ
নাই কোনো প্রাণের উচ্ছ্বাস
আছে শুধু বিষাদগ্রস্ত বিকর্ষণ।
এই বিকর্ষণই কি নতুন মুহূর্তকে আকর্ষিত করে?
মুহূর্তই জীবনকে বদলে দেয়।
বদলে দেয় অনন্ত প্রাণশক্তিকে
জীবনের প্রথম লগ্ন থেকে
মুহূর্তই পায়ে পায়ে চলে অন্তিম পথে।
যেন স্রোতস্বিনী চলে যায় অসীম সাগরে।

জ য় দী প ম ন্ড ল

গাজা

শব্ ছাই এ ঠাসা গাজা
মূহুর্মূহু ফায়ারিং, লক্ষ্য সুখটান ...
রক্ত পোড়া ধোঁয়া, অপরাজেয় শক্তি
নেশাখোরের পাগলামি ম্লান
পশুর আবেশে গড়া মানুষ
মনুষ্যত্বহীন মানবিকতা,
শিশুদেরও করলে শহীদ
দাবী শুধু একমুঠো স্বাধীনতা।

প্র বো ধ কু মা র ম ন্ড ল

মন ভালো থাক

বনেদের পাহাড়ের সমুদ্রের সবকথা
ভালো লাগে - যখন তারা ভালো থাকে।
গ্রাম-শহর, মানুষ, বিশেষ মানুষের গল্প কথাও -
ভালোলাগে - যখন তারা ভালো থাকে।

চৌদ্দ-চল্লিশ যেমন বয়স তেমন তেমন ভালো লাগে
ভালোলাগে সুখমন; ভাবের গভীরতা

ভালো লাগে তারা দেখা; প্রেমিক-প্রেমিকার
ছায়াহীন ফিস্‌ফিস্ চুপকথা -
মাছের গন্ধে আঁশটে হয়ে হাওয়া

ভালোলাগে সবুজ পাতারা, পাহাড়ী নদীদের
আর সূর্য ঢেকে থাকা মেঘ পরীদের

যখন কোন কাছের মানুষ চোখের গভীর থেকে
বলে, 'ভালো লাগে মুখুমের প্রথম বৃষ্টি।
তখন আরও ভালো লাগে মন ভালো থাকা কাছের জনকে - এভাবেই ....।

উজ্জ্বল পাল

সমীকরণ

বিপরীত লিঙ্গের দুটি উলঙ্গ অবয়ব
মাঝে যোগ চিহ্ন
সমান এক বা একাধিক সদ্যোজাত
যার দাবীদার একদিন পঞ্চভূত।
— ইহাই নির্ণেয় প্রাণীজগতের
ভারসাম্যের সমীকরণ।

টুম্পা মণ্ডল

ইনভিটেশন

১.
প্রসব যন্ত্রণা পুড়ে গেছে এতক্ষণে
শেষ তীব্র নাভিমূলে
হাফহাঁটু অপেক্ষার গঙ্গা

প্রথমবার সন্তানকে ছুঁয়ে দেখবে; ইচ্ছা

২.
মোম জ্বালানোর সুখে আক্রান্ত জাতক
নরম ফুঁ এ আগুন জিরিয়ে রাখতে জানে,
টিকে থাকার আশ্চর্য পায়েসে
টের পায় চামড়ার পোড়া গন্ধ; মৃতদেহ

৩.
রেকর্ডে কান পাতো
হাসির ব্যঞ্জনস্বর বাজছে।

থাক!
নিমন্ত্রণ রক্ষায় আজ
হ্যাপি বার্থ ডে বোলো না।

উ ৎ স রা য় চৌ ধু রী

ডাইরি

নিষিদ্ধ হতে হতে
পুরনো টেলিস্কোপ,
এ বিনিময়, তাপ ও আতস,
সারাদিন ডাকে
আমার প্রফুল্লতা বন্ধু বলে,
আমার চাতক
এখন ঘুম,
তবু মুঠোহাতে রেখে দিই
কয়েক ফোঁটা জল,
কয়েক ফোঁটা নির্জন
এক রাশ স্বপ্নিল।

সু প্রি য় মি ত্র

রথের মেলায়

রথের মেলায় মেঘ কাঁধে পৌঁছোনো ...

দশটাকার ফুচকা খাওয়টাই
ভিখারী বাচ্চাকে।
পাঁচটাকা আরো চায়। দিই।
রথের আড়ালে গিয়ে ডেন্ড্রাইট টানে।

ফেরার সময়। বুদবুদ কিনি... লক্ষ বুদবুদ
কিছুটা আকাশে উবে, কিছু টান রস ঘাসে ফেটে যায় শিশুবেলা।
বাকিটা সাবান-গোলা জলে
ধুয়ে নিই সিগারেট-ঘাম।

রথের মেলায় মেঘ ফেলে আসি মাঠে ...
ফিরতি পথে
ভিজতে ভিজতে ফিরি ...

সু ম ন হা সা ন

বৃষ্টির খোঁজে

ভিজতে চাই
আজ নতুন বৃষ্টিতে।

নির্বাক পথিক
আজ নিঃস্ব
আমি
বৃষ্টির অপেক্ষায় ...

কেউ এসো
বৃষ্টি হয়ে আমায় ভিজিয়ে দাও।

মু হা ম্ম দ আ ক মা ল হো সে ন

ওভাবে তাকাচ্ছেন কেন?

চাকরি পায়নি বলে ওভাবে তাকাচ্ছেন কেন?

শঙ্কুর মতো চোখ, তির্যক স্পর্শক
তোমার জ্যামিতিক তল ছুঁয়ে
এ্যাকুরিয়ামের মাছ পাখনা কাঁপাচ্ছে
এফ.ডি.আর.এস.বি. এর গ্রাফ

এই দেখ দুই পা আছে মাটিতে
গণিতের রুটের মতো কঠিন করে হাসি না
আমার বৃত্ত নেই, বৃত্তি নেই
আছে বেঁচে থাকার গল্প।

চাকরি পায়নি বলে ওভাবে তাকাচ্ছেন কেন?

প্র সে ন জি ৎ দ ত্ত

ধনুকগাঁথা মানুষ

ও মহাযান গুণ পেরবে রত্নাকরের রতি।
পরাজিতের তিন সন্তান রচিল চরৈবেতি।।
রাম লক্ষ্মণ সঙ্গে আছে চতুষ্পদী জ্যোতির।।
ঈশ্বর সে কলম জুড়ে আকার গর্ভবতীর।।
শ্রুতির মুরোদ বৃক্ষ জুড়ে বনস্পতির পণ।
এক কলমে যাযাবরী শ্রীরামপুরী উঠোন।।
কে নেচেছে, কে গেয়েছে জগন্নাথের আখর।
রেখে যায় খোল-করতাল চির সবুজ নখর।।
চন্দ্রউড়ান এক ফালি চাঁদ নদীর জলে জোয়ার।
স্বরলিপির জলোচ্ছ্বাসে নকশি কাটে আবার।।
আখড়া জুড়ে ঘটে গেল নদীকথার পুরাণ।
রামপাঁচালির টিলায় বসে অশ্রুগঙ্গা-স্নান।।
ওই যে কোথায় গ্রামবাসীরা খুঁজে নিচ্ছে পুরুষ।
রত্নাকরের রতির কাছে ধনুকগাঁথা মানুষ।।

বি কা শ কু মা র স র কা র

মঞ্চ

তোমার স্বপ্নের কাগজে আজও আমার দুঃস্বপ্ন ছাপা হ'ল না
তবু মগজমাটিতে এখনও ফসল ফলে
ফলনের সেইসব সাফল্য লিখে লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি
নানান দপ্তরে
অনেকেই সাড়া দিয়েছে তুমিই শুধু খাপ খুলছো না তরোয়ালের,
সহজাত এই পিনোন্নত প্রতিভা আটকে থাকবে খোরাকের খোপে?
তাহলে তুমিও কিন্তু হারাবে এই স্বাভাবিক শিল্পসত্বাকে

দাঁড়ানো একটা লোক শুধুই কি দাঁড়িয়ে থাকার অভিনয় করে যাবে

মো হা ম্ম দ সৌ র ভ হো সে ন

অতঃপর

গাছ-ফুল ফুটতে দেখেনি — এমন কেউই নেই
রোদ-বৃষ্টি-ঝড় এমনকি এক দলা অন্ধকারও
একটা পাতাকে ফুল হতে দেখেছি। যেমন দেখেছি
তুমি শেষ অন্তর্বাসটা খুলে একটা ফুল হলে। আর
তার ঘ্রাণে নাকচুবিয়ে হেঁটে গেল ...
এক একটা সভ্যতার সিরিজ, নাকছাবি আর রাত-পোকা
এবার রাতের শেষ কষ্টটাকে বলে দিয়েছি
শুধু রোদ-ফুল আর রোদ-ফুলই দেখব। অতঃপর
সব উপ-পাতাও এবার ফুল হবে।

অ ভি ন ন্দ ন মু খো পা ধ্যা য়

সমাপতন

একবিন্দু ঘুড়ি উড়ে গেল সরলরেখায়
আকাশের কান থেকে সাদা রক্ত গড়িয়ে আসে

আমাদের পাড়া-গাঁ, ছোট ছোট ছাদ
ভিজে যায় তুষারের মতো সেই রক্তচাদরে
ট্রামকার্ড হাতে জুয়াড়িরা শান দেয়
বিপ্লবের ক্যালেন্ডারে

বিপ্লবে সহমরণ আসলে বেঁচে ওঠারই সমার্থক
যেভাবে শীত চলে গেলে বেঁচে ওঠে বসন্তবাহার,
সরীসৃপের খসে যাওয়া লেজ

স্পষ্ট শোনা যায়, কুয়াশার পকেট থেকে টুংটাং
ঝড়ে পড়া কয়েনের অর্ধেক সমাপতন।

দে ব লী না সি ন্ হা

শুধু তোর জন্য

তোকে জ্যোৎস্না দেব বলে রাত হয়েছিলাম
অম্‌নিসার কথা মনেও ছিল না,
তুই ঝিনুক কুড়োবি তাই সৈকত হতে চেয়েছিলাম।
নুড়ির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হবে জানতাম না
তুই খুশি হবি জেনে বৃষ্টি-হলাম
চোখেতে শ্রাবণ এনে বৃষ্টির প্রতি ফোঁটায় অশরীর চুম্বনে
চেয়েছি তোকে ছুঁতে।
আমার উপস্থিতি ধরা পরেনি তোর সুখ-অনুভূতিতে
বাতাস হয়ে তোর এলোচুলে
দোলাদিতে গিয়ে কি ভাবে ঝরোরূপ পেলাম জানি না,
মনের জানালা দরজা বন্ধ তখন তোর,
আমার অনধিকার প্রবেশ হতে দিলিনা।

মো না লি সা

লুকোচুরি

আমি কাঁদি অভেদ্য আঁধারে;
আমি কাঁদি বৃষ্টি মাঝারে;
আমি কাঁদি স্নানের সময়ে,
আমি কাঁদি নিজেকে লুকিয়ে।

লুকোচুরি করে কাঁদি -
যাতে কেউ দেখতে না পায় - আমার অশ্রু নির্গমন,
যাতে কেউ বুঝতে না পারে - কাঁদছে আমার মন,
যাতে কেউ খুঁজতে না চায় - কষ্টের কারণ।

কষ্টের কারণ ব্যাখ্যা করার ভাষা নেই,
তাই কাঁদতে হলে লুকোচুরি খেলে যাই...।

নূ র জা হা ন খা তু ন

অনুরণন

মিনি স্কার্ট দেখে
পুরুষ নাকি উষ্ণ হয়ে উঠে
বোরখা পরা নারীর সম্মান কেন
তবে এখন ধুলোয় লোটে।

অ নি র্বা ণ ব ট ব্যা ল

কৃতজ্ঞতা ঃ বহরমপুর এবং আড্ডা

১.

সন্ধ্যের পাঁচিল টপকেই আড্ডা নামল চাতালে
আলো ছায়া বিনিময়ে রবীন্দ্রসদন ভীষণ লাজুক
তৃপ্তির খোলা বুকে নিষিদ্ধ না থাকলে কি হয়?
আমাদেরও গভীর হল খুব... গভীরের গর্ভ যন্ত্রণা
অগত্যা নেশা বন্টন -
চারজন

২.
মাছের একদিকে বেড়াল অন্যদিকে ছিপ
যে ত্রিভুজ দ্যাখাল জয়দীপ
ভিতরেও একটা বৃত্ত ঘুরে ঘুরে
একি রাস্তায় নাকানি চোবানি

ন্যাকা ন্যাকা আসলে পছন্দের মেয়েলী সংস্করণ
লোমশ বললে ঠোঁট কামড়ে ধরো
হাতের মধ্যে হাত ... আঙ্গুলে আঙ্গুল

অথচ সত্যিই সেদিন চটি ভুলে
খালি পায়েই বাড়ি ফিরছিলাম

মু স্ফা জু ল ই স লা ম

অব্যক্ত যন্ত্রণা

ভালবাসার নিবিড়তা ডুবে যায় অথৈ সমুদ্রের জলে,
ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি
বাস্তবের কঠিন আঘাতে।
নিঃশব্দে মুছে ফেলি বিষাদের ঘাম
আর নীল আকাশে তাকিয়ে দেখি ছড়িয়ে থাকা স্বপ্নগুলো।
নিষ্ঠুর বাতাসে আনাবিল সুখ-শান্তি উড়িয়ে দিয়ে
একা পড়ে থাকি
হৃদয়ের মৌসুমী বায়ু নিস্তব্ধ হয়ে যায়
অসীম হতাশার চাবুক খেয়ে।
জীবন থেকে নিভে যায় শান্তির প্রদীপ,
আর শূন্য হৃদয়ে জেগে থাকে এক পাহাড় যন্ত্রণা।

চ ন্দ ন বা ঙ্গা ল

ডাক

ছকের বাইরে বসে আছে দুটো মানুষ
সারা শরীরে দগদগে পোড়া ক্ষত দাগ
কাটাকুটি খেলছে জাদুকর
সেই স্মৃতি
সেই রক্ত
সেই যন্ত্রণা
সেই ব্যথা
দুটো মানুষ বসে আছে ছকের ভেতর ...

আমরা কেও গান জানিনা
শুধু গলার ভেতর হারমোনিয়াম বসিয়ে
ফেরি করে বিলিয়েছি চিৎকার ...

সায়ন্তন অধিকারী

লম্পট

তোমায় ভালোবাসি না
কাছে চাই না
হৃদয়ের জানলাটা ক্ষণিকের জন্য খুলবো
চলে এসো চুপি চুপি
যে ঐশ্বর্য তোমার আছে
তা আমি একা ভোগ করবো
হয়ত তুমি বোলতা কিংবা কিংবা ভীমরুল
তা-ও প্রজাপতি দেখেছি তোমার মধ্যে
এ ভুল অসংশোধিত
আমি উন্মাদ এক লম্পট।

অর্পণ পাল

বিবর্ণ ইতিহাস

সেই যে তুমি ব্যাপকতর খাতা পেনসিল ভুলে
রেখে দিয়েছিলে বিবর্ণ ড্রয়ারে; তারপর
ভিজতে গিয়েছিলে সাবলীল বর্ষায় —
এই ভাবেই ইতিহাস গড়ে ওঠে; অবিমিশ্র ইতিহাস।

পুরনো দেরাজে রং চটা এ্যালবাম থেকে উঁকি দেওয়া
রৌদ্রতপ্ত দিন। কলেজ পড়ুয়া দঙ্গল থেকে
ঠিকঠাক চিনে নেওয়া যাবে উচ্ছল যৌবন, আর
বারোয়ারি আড্ডার ফাঁকে জমিয়ে বসে থাকো বিগত শাবকটিকে।

বহুদিন পর আবার যদি তারা হাজির হয়,
তুমি চিনতে পারবে তো। নাকি 'ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে';
— এই আপ্তবাক্যটি শেষে সত্যি হবে?

সা জ্জা দ সা ঈ ফ

বৃষ্টি ও ভায়োলিন

মাঝরাতে সম্পাদিত হয় আমাদের বৃষ্টি ও ভায়োলিন, মাঝমাঝি কাটা দাগ নিয়ে রাত ভাবনার ক্ষমতা হারায়, পেঁজা তুলার মত আলো বারান্দায় পায়চারি করে -

চিঠিপত্রের সময় চট করে বসে গেছি টেবিলে, আজকাল তুমি কেমন আছো, আমের মুকুল কিছু ঝরে গিয়েছিল?

ধরা গলায় থেমে যায় বৃষ্টিখড়ম, চুপচাপ তার গলি টপকানো দেখি।

উ ৎ প ল ঘো ষ

মেঘের গর্জন

পূর্বদিকটা ঘন। দেখে মনে হচ্ছে
বৃষ্টির নামবে।
কিছু সাদা বক উড়ে গেল -
দূর আকাশে।
মেঘের ঘনঘোর গর্জনের আনন্দে
ময়ূর পেখম মেলে দেয়
গুরু গুরু রব ও ঘন ঘোর গর্জন প্রমাণ করে
শ্রাবণ কত সুন্দর।

Mobile No. : 9434851400

NIVA SAHA

DM'S CLUB MEMBER AGENT (LICI)

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Berhampore Branch (446)
Agent Code : 05742446

39 Maharaja Nanda Kumar Road, Saidabad, Khagra

সে লি ম উ দ্দি ম ম ণ্ড ল

অরণ্যের দিকে প্রবেশ করছি

ক্রমশ অরণ্যের দিকে প্রবেশ করছি;
অন্ধকার-ছায়ার সংযোগ রেখায়
ঘর তুলছি, মুহূর্ত ছড়াচ্ছি ...

ফুল-ফল-পাখি চেনা মানুষ
চারপায়ে বিশ্ব পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছে

অরণ্যের ভিতর প্রদীপ হাতে মা
খুঁজে চলেছে তাঁর গর্ভজাত সন্তানকে।

রা জে শ চ ট্টো পা ধ্যা য়

অন্তর্দ্বন্দ্ব - ৭

আর স্বপ্ন-কল্প নয়
আগুন বাস্তবে ফেরার পালা
যেখানে সব আগাছা মুহূর্তে
চাওয়া পাওয়ার হিসেব নিকেশ।
নিয়ত ব্যর্থতায় ঢাকা
ঘামে ভেজা শরীরের নির্যাস।

অন্তর্দ্বন্দ্ব - ৯

ঘন্টা-মিনিটের কম্পন; হারিয়ে যাওয়া
অতিরিক্ত মূহুর্ত অধরা
এই আছি — এই নেই
বাতাস পাল তোলে
গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘোরে
এক চুমুক নিঃশ্বাস।

সুব্রত হাজরা

প্রথম শরতে

এখন -
প্রথম শরতের পূর্ণিমা রাত
তুমি আমি নিঝুম এই টিলার মাঝে বসে
হলুদ চাঁদের সুখ গুনছি।

দূরে কোথাও বাতাসে বৃষ্টি
স্নাত কাশফুলের অদেখা মুগ্ধতায়
ফিরে পেলাম - কত স্মৃতি পট।
যখন জ্বলন্ত মোমবাতিকে চার হাতে আপ্রাণ
আগলে রেখেছিলাম
উদাসী বাউল বাতাস থেকে।

তোমার মুখে স্মিত হাসি
বলে দেয় আমাদের প্রথম শরীর ছোঁয়ার গল্প
শিউলির গন্ধ; রাত জাগা পাখিদের দূরন্ততা
সব কিছুকে ছাড়িয়ে
চার হাত প্রসারিত করে আমরা বলব
হে-প্রেম কত সুন্দর তুমি।

মোবাইল ঃ ৯৪৭৪৫৭৯২১৩

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

রাজকুমার দে

চেয়ারম্যান ক্লাব মেম্বার এজেন্ট

ভারতীয় জীবনবীমা নিগম

গ্রাম - পাকুড়িয়া, পোঃ চালতিয়া,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

গ্রাম ঃ দহেরধার, পো ঃ মহুলা,
জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ

শ ঙ্খ দী প কর

ঘর ও বারান্দা

একটা বারান্দা
তার ওপরে একটা বারান্দা
নীচে একটা
একটাই দরজা।

ওপরে নীচে
তিনটে বারান্দা
একটাই রাস্তা।

বারান্দাগুলো
ঝুলে আছে
ঘরের আশায়।

Student's Corner

Engineering Books, Computer Books,
Medical Books Available Here

Kadia ✪ Berhampore ✪ Murshidabad
Phone : (03482) 250210 ✪ M : 9474322052

অ মি তা ভ দা স

‘যে শব্দ তুমি...’

সম্প্রতি মুগ্ধ হবার মতো বেশ কিছু ছোট কবিতা পড়লাম। ছোট কবিতার চর্চা হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে ‘ধ্রুবতারা’ পত্রিকায়। মূলত চার লাইন বা চল্লিশ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ কবিতাকেই ছোট কবিতা হিসাবে ধরা হচ্ছে। এই কাজটা দীর্ঘদিন ধরে করেছেন দীপক রায় তাঁর সম্পাদিত ‘অনুমাত্রিক’ পত্রিকায়।

চমকে দেওয়ার মত কবিতা যাঁরা ‘ধ্রুবতারা’কে লিখেছেন তাঁরা সকলেই প্রচারিত কবি নন। কেউ বা সম্প্রতি লিখতে এসেছেন। অথচ তাঁরা কেউ কেউ অসামান্য ছোট কবিতা লিখছেন। কেউ বা এক পংক্তির, কেউ বা দুই পংক্তির আবার কেউ বা কয়েকটি মাত্র শব্দের অন্বয়ে গড়ে তুলছেন ছোট কবিতার শরীর। মনে পড়ে যাচ্ছে আমাদের কাব্যচর্চার প্রথম দিকে সুব্রত সিনহা, আবীর সিংহের কথা। যাঁরা সে সময় কী অপূর্ব সব ছোট কবিতা লিখতেন। যাঁদের লেখা আমাদের কেও উৎসাহিত করেছিল।

দর্শন, আধ্যাত্মচিন্তা, সমাজ, প্রেম, বিচ্ছেদ, বিরহ-মিলন সব, সবই ছোট কবিতায় উঠে আসছে। সহজ-সরল ভাষায়। প্রতীক ও ভাব ব্যঞ্জনায়। কোলাজের মায়া-মুগ্ধতায়। এমনই অনাড়ম্বর, নিরলংকার কিছু লেখা নিয়ে আলোচনায় বসা যাক।

রাস্তা ... / জামবন। / ... নদী / নদী পেরোলে / বাড়ি ...

সঞ্জয় ঋষির কবিতা। আপাত সরল। কিছুই যেন নেই। অথচ বিশ্লেষণে দেখা যায় কতো গভীর দর্শনের কথা লিখেছেন তিনি। এই লেখার যে দর্শন, তা কাব্যিক। আবার বাস্তবও বটে। জীবনানন্দের পরাবাস্তব না হলেও কল্প বাস্তবের ভূমিকা আছে। একটা ছবি — জামবন, নদী আর বাড়ি, সবই প্রতীকমাত্র। এই ছবিটা অনুভববেদ্য। এই নদী পেরোনোটাই তো কঠিন। সারা জীবন ধরে চেষ্টা করতে হয়। আর বাড়ি মানে তো জীবন দেবতা। যাঁকে আমরা খুঁজি। যাঁর কাছে যেতে চাই। যেখানে আমাদের আশ্রয়। রাস্তা, জামবন, নদী — সবই জীবনের এক একটা সময়, অধ্যায়। যে পেরিয়ে জীবন দেবতার কাছে যাওয়া যায়।

পারভিন আক্তার লিখলেন,

একটা গ্লাস, একটাই প্লেট। /ছোট ছোট হাঁড়ি-পাতিল।
প্রতিদিন একাকী, / একঘেয়ে রান্নাবাটি খেলা।

পাঠক হিসাবে বুঝতে অসুবিধা হয়না কবির একাকী জীবনে প্রতিদিন এক ঘেয়ে সাংসারিক

কিছু নিত্য কর্মে কবি হাঁফিয়ে উঠেছেন। বেঁচে থাকার জন্য কাজকর্ম, রান্নাবান্না-খাওয়া, যা কবির কাছে ছোটদের মতই রান্নাবাটি খেলার সামিল। কারণ নিজের জন্য কাঁহাতক আর এসব ভালো লাগে। তাছাড়া একটা সংসার জীবনের ছবি তো উঠে এলো প্রথম দুই পংক্তির মধ্য দিয়ে। এখানেই একাকী জীবনের সত্য কবির লেখায় প্রকাশ পেল। মৌমিতা চন্দ্র লিখছেন —

'কনে দেখা আলোতে / লাল চোখে তাকিয়ে / আর কত সুন্দরী হবি?'

— কী চমৎকার প্রেমের কবিতা। তাই না? কনে দেখা আলো বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা সময়, একটা বর্ণ যেন আমাদের চোখের সামনে তিনি এনে দিলেন। লাল চোখে তাকানোর মধ্যে যে আবেদন তাকে অস্বীকার করবে কোন প্রেমিক — কী তীব্র শরীরী আবেদন, যখন শেষ পংক্তিতে তিনি বলেন — 'আর কত সুন্দরী হবি?' যেন মিলন তীব্র আকুতি মাখা মুগ্ধতার প্রণয় সংলাপ রচনা করলেন মৌমিতা। সময় — রঙ — কামনা / আকর্ষণ — প্রেমের সামগ্রিক ছবি। এভাবেই উঠে এলো মৌমিতার লেখায় মাত্র তিন পংক্তির মধ্য দিয়ে।

তরুন কবি দেবাশিস বিশ্বাস প্রেমিকার উদ্দেশ্যে লিখলেন অসামান্য দুটো পংক্তি —

'তোমাকে বোঝাতে পারি না —
আমার বুকের ভিতর তুমিও পিছলে যাও'

যা বলার বলে ছিলেন সামান্য কথায়, ইঙ্গিতে। কবিতা তো সেই রহস্য যার কিছুটা ছোঁয়া যায়, কিছুটা ছোঁয়া যায় না। বুকের ভিতর তুমিও পিছলে যাও' — বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা রহস্যের আবহ তৈরী হ'লো। সহজ সরল এই পংক্তি দ্বয়ের মধ্যে কিন্তু এই রহস্য বোধই গূঢ় ব্যঞ্জনা হয়ে দেখা দিল পাঠকের সামনে।

এমনই গূঢ় ব্যঞ্জনাধর্মী একটি লেখা শূদ্রক উপাধ্যায়ের। মাত্র চার পংক্তির মধ্য দিয়ে অনেক অনেক গভীরতর সত্যকে ছুঁয়েছিলেন তিনি।

শালবন ফুঁড়ে ওঠা / দোলতার উঁচু ঘর /
সাদা-কালো মৃত চোখ / ফেলে গেছে তীর-ধুনক।

পাঠক, পড়তে পড়তে আমাদের কি মনে পড়ে না, অরণ্য ধ্বংসের কথা। মনে পড়ে না সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহের কথা? বিরসা মুন্ডা... এদের কথা? সেই অরণ্য নিধন করে উঁচু উঁচু ইট-কাঠ-পাথরের বাড়িঘর। রঙের ব্যবহার এখানে কীতাৎপর্যময়! সাদা কালো মানে অতীত। যা হারিয়ে গেছে। এখন রঙিন দুনিয়া। সেই অতীত কে বোঝাতে গিয়ে কবি শূদ্রক বললেন, 'সাদা-কালো মৃত চোখ'। এই মৃত চোখ সেই সব অরণ্যচারী মানুষের প্রতীক, যারা সভ্যতার প্রবল চাপে তীর-ধনুক ফেলে পালাতে বাধ্য হয়েছে। অথচ সেই অনার্য সভ্যতার বীরগাথা আজ কেউ মনে রেখেছে। একটা রাজনৈতিক সত্যের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়েছে এই লেখাটি। এখানেই হয়তো প্রতীকধর্মী লেখাটার সার্থকতা নিহিত।

আর ব্যাখ্যা নয় দুই তিনটি পছন্দের কবিতা কোট করছি।

১। ভূতগ্রস্ত কলম মুখর হলেই কবিতা ফোটে; বিভূতি কবির নয়, কবিতার। (মহম্মদ আনওয়ারুল কবির)

২। পাতা উল্টে ভুলগুলো দেখি / লাল কালি অঙ্কের দিদিমনি
বড় প্রনম্য মনে হয় (শবরী শর্মা রায়)

৩। যে শব্দ তুমি অনুবাদ / করতে পারোনি কোনোদিন, সেটাই ঈশ্বর (তথাগত ব্যানার্জি)

বাংলা কবিতার ভাষা কীভাবে বদলে যাচ্ছে, এইসব লেখা পড়লে কিছুটা হলেও ধরা যায়। ছোট কবিতা রচনা সহজ কাজ নয়। দীর্ঘ দীর্ঘ পথ পরিক্রমা না হ'লে সেই মেধা ও মনন, সেই দর্শন ও অনুভবজাত পংক্তি মালার উচ্চারণ হয়না। রচনা করা যায় না সেইসব অন্তর্গত জীবনসত্যকে। আমরা পাঠকেরা এইসব জীবনসত্যকে আস্বাদন করে আবিষ্ট হয়ে থাক রূপের রাজ্যে, অরূপের রাজেও। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের আনন্দে ডুবে থাক। বিস্মিত হই। চমকে উঠি ছোট কবিতার বর্ণ ছটায়।

.....

মি ল ন চ ট্টো পা ধ্যা য়

জয় গোস্বামীর বসন্ত উৎসব ও আমার ভাবনা

কাকে তুলে দিতে গেছি ভোরবেলার ট্রেনে?
দোলের পরের দিন। গাছে গাছে তখনও আবির।
ওই তো প্রথম রোদ নেমে এল তার মুখে, কপালে —
ট্রেন আসতে দেরী আছে। আরও দেরী, আরও দেরী হোক।

চোখ তো মুখের দিকে তাকাতে পারছে না
ঘুরেফিরে শুধু দেখছে শ্যামলী হাতের পাতা তার,
রুমাল পাকাচ্ছে মুঠো, করতলে এখনো কালকের
রঙছাপ-স্নান যাকে স্বেচ্ছায় অধৌত রেখে গেছে

ট্রেন এসে পড়ল, ওই তো উঠে যাচ্ছে, হাতে-কাঁধে ব্যাগ —
একবার ঘোরালো দৃষ্টি-কী ছিল সে-তাকানোর রঙ?
কেন সে ঠিকানা দেয়নি? কেন বলেছিল
'কিছুই বোঝেন না আপনি। জানেনই না রঙ দেওয়ার একটাও নিয়ম।'

সেদিন বুঝিনি আর আজকেও বুঝি না।
আজ তো ফাধন শেষ। হেমন্তও ফুরোলো এখন।
কী বলতে চেয়েছিল? আঠাশ বছর আগে? তার
সেই কথা হয়ত জানত বসন্তের শান্তিনিকেতন।

কবিতা কি? এই প্রশ্ন নিয়ে বহু পাতা খরচ হয়েছে। কি থাকবে কবিতায়? মেধা নাকি হৃদয়ের রক্তক্ষরণ? আজকাল ছন্দবদ্ধ কবিতার দিন গেছে। অনেকেই বলছেন বিগত এক যুগে নাকি হাতে গোনা কবিতা এসেছে যা ছন্দময়! আজ এই কবিতাটা পড়ে মনে হল কিছু বলি। আসলে আমরা কবিতা কখন পড়বো? আনন্দে যা যন্ত্রণায়? নাকি সব সময়? অনেকে বলেন কবিতা সব সময় পড়ার। তাদের বলি — আচ্ছা, সেই সর্বদা পড়া কবিতা কি আপনাদের মনে থাকে? আনন্দের হাজার উপকরণ, কিন্তু যন্ত্রণায় কেবল ভালোবাসার মানুষ, কবিতা আর গান। এই প্রসঙ্গে বলি - যন্ত্রণায় মানুষ পাঠিত বা শ্রবণীয় কিছুর সাথে নিজেকে রিলেট করেন। যদি আত্মায় মেশে, বারবার পড়তে হয় সেটাই কালোত্তীর্ণ। ইন্দিরার যখন পুত্রবিয়োগ হয় তখন তিনি যে গানে নিজেকে খুঁজতেন সেটা হল - 'আছে দুঃখ/আছে মৃত্যু'। আসলে বিষাদ ছাড়া কালোত্তীর্ণ হওয়া মুস্কিল। এই কবিতায় কি আছে? আপাত সরল কিছু লাইন। যা আমরা দেখেই ভাবি- এ তো খুব সোজা! আসলেই কি সোজা?

আমরা পড়ছি -

'কাকে তুলে দিতে গেছি ভোরবেলার ট্রেনে?
দোলের পরের দিন। গাছে গাছে তখনও আবির।
ওই তো প্রথম রোদ নেমে এল তার মুখে, কপালে —
ট্রেন আসতে দেরী আছে। আরও দেরী, আরও দেরী হোক।'

কি অসামান্য চিত্রকল্প। ভোরে এক অনন্য মায়া লেগে থাকে। বসন্তকাল, গাছের গায়ে আবির লেগে আছে। একটি মেয়েকে তুলে দিতে এসেছেন কবি যার মুখে পড়েছে আলো। কবি অবাক হয়ে গেছেন তার সরল সৌন্দর্যে। কাটাতে চাইছেন আরও একটু বেশী সময় কিন্তু সেটা মনে মনে। এখানে মনে পড়ে যায় গালিবের একটি পংতি -

'অ্যাঁয় বারিষ-তু ইতনা না বরষ / জো উও আনে না সকে / আ জায়ে তো ইতনা বরষ / জো উও যানে না সকে'

পরের পংতিতে কী দেখছি?

চোখ তো মুখের দিকে তাকাতে পারছে না
ঘুরেফিরে শুধু দেখছে শ্যামলী হাতের পাতা তার,
রুমাল পাকাচ্ছে মুঠো, করতলে এখনো কালকের
রঙছাপ-স্নান যাকে স্বেচ্ছায় অধৌত রেখে গেছে

দেখছি প্রেমের চোরা প্রকাশ যাতে কবি দেখতে পাচ্ছেন না সরাসরি মেয়েটির মুখের দিকে। শ্যামলা মেয়ে কিন্তু তার প্রকাশ পাচ্ছে করতলে। আঙুলে রুমাল পাকাচ্ছে সে। হাতে কালকের রঙ লেগে আছে, যা পরিষ্কার হয়নি স্নানের পরেও। এখানেই রূপক, রঙ লেগে লেগে তা ধোয়া যায় না। এইখানেই কবির চোখ।

'ট্রেন এসে পড়ল, ওই তো উঠে যাচ্ছে, হাতে-কাঁধে ব্যাগ —
একবার ঘোরালো দৃষ্টি-কী ছিল সে-তাকানোর রঙ?
কেন সে ঠিকানা দেয়নি? কেন বলেছিল
'কিছুই বোঝেন না আপনি! জানেনই না রঙ দেওয়ার একটাও নিয়ম!'

সে চলে যাচ্ছে, বর্ণনা কি চমৎকার। তাকানোর কি রঙ হয়? হয়, যারা প্রেমিক তারা জানে চোখের ভাষা কেমন। সবার সাথে হয়তো বইমেলায় ঘুরছি, পাশে আছে আমার প্রিয়া। সে আমার সাথে কথা বলছে না কিন্তু তার চোখ আমাকে যে ভাবে দেখছে তা আর কেউ বুঝবে না আমি ছাড়া। ঠিকানা না দেওয়া মেয়েটি বলছে - রঙ দেওয়ার নিয়ম জানেন না। কবি আসলেই বোকা, তিনি জানেন না কপটতা, জানেন না সামাজিক রীতি।

'সেদিন বুঝিনি আর আজকেও বুঝি না।
আজ তো ফাধন শেষ। হেমন্তও ফুরোলো এখন।
কী বলতে চেয়েছিল? আঠাশ বছর আগে? তার
সেই কথা হয়ত জানত বসন্তের শান্তিনিকেতন।'

এখনও বুঝতে পারেন নি কবি - কি চেয়েছিল সেই মেয়েটি।

'আজ তো ফাধন শেষ। হেমন্তও ফুরোলো এখন।' — কি অসামান্য লাইন। বসন্ত যৌবনের দূত, আর হেমন্ত রিক্ততার, বিগত যৌবনের। চলে গেছে যৌবন, চলে যাচ্ছে যৌবন পরবর্তী সময়। জরা আসছে। এই লাইন জয় গোস্বামীর ক্ষমতাকে প্রকাশ করে।

চলে যাওয়া সময় সাথে নিয়ে চলে গেছে প্রশ্নের উত্তর।

তন্ময় কুমার মন্ডল

ছুঁয়ে যাওয়া কথায়

কবিতা কেবল মস্তিষ্ক প্রসূত কারুকাজ নয়, কেবল অনুভূতি ও আবেগের উচ্ছ্বাস নয় বা অভিজ্ঞতা নির্ভর বর্ণনাময় ছবিও নয়। কবিতা জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির আবেগ মথিত মস্তিষ্কের (হৃদয় ও মস্তিষ্কেরই অংশ) বৈদ্যুতিক স্ফুরণের নির্মাণ কলা। কবিতার ভাষা সরল ও নির্মাণ অনাড়ম্বর হয়েও যে কত গভীর, হৃদয়স্পর্শী হতে পারে তা কবি সঞ্জয় ঋষির '২৬ অক্টোবর' পড়লে অনুভব করা যায়।

আমরা বেঁচে থাকি বিভিন্ন অ-সুখ, অপ্রাপ্তি নিয়ে। আমার জীবনবোধ তবু উজ্জীবিত হয় প্রেমের সংস্পর্শে। এই সরল বার্তাটাই অনুভব করি যখন কবি উচ্চারণ করেন — "মা বলেন, মেয়েরা ভালোবাসতে বাসতে / মা হয়ে যায়।" — এ অতি পরিচিত এক অনুভূতি। অথচ এই কথাটা এমনভাবেও বলা যায়!

কবি বলেন — "জীবনের ছন্দ-পয়ার মেলাতে মেলাতে / আমরাও একদিন কবিতা হয়ে যাবো।"

— এই যে একটা যাত্রা, আলোর দিকে; এই অভিমুখ আজ এই দুঃসময়েও মনে করিয়ে দেয় জীবনের সুন্দর স্নিগ্ধতাকে। একশো শতাংশ আশাবাদী কবি সঞ্জয় যখন বলেন — "এই তো ধানখেতের শুকনো মাটিতে হেঁটে / সরষে ফুল বাগানের দিকে যাচ্ছি..." তখন আমাদের মনে যে ছবি ভেসে ওঠে সেই নৈসর্গিক আবেশে আমরাও ভাসতে থাকি; জীবন থেকে পূর্ণতার জীবনের দিকে হেঁটে যাই।

কবির নিজস্ব অনুভূতি যেখানে সর্বজনীন হয়ে ওঠে সেখানেই কবির সার্থকতা। পাঠক ও কবির দূরত্ব ঘুঁচে একাকার হয়ে যায়। পাঠক-ই হয়ে ওঠেন কবি — "ব্যর্থতার সীমা কত দূর? যদ্দুর জীবন! তার নদীটি আমার ছুঁয়ে দেখা হয়নি।"

কোথাও কবির তীব্র আকুতি — "মন থেকে পালিয়ে যেতে পারছি না কিছুতেই" অথবা "আমি কি খুউব বেশি চেয়ে ফেলেছি আদর?" অথবা "হাইকু ঢংঙে আমায় ক্রুশ কাঠ করে দাও।" আবার যখন কবি বলে ওঠেন — "প্রেম নিয়ে ভাবতে থাকলে সে কি মননে / রামকৃষ্ণ কিংবা সারদাদেবী হয়ে যায়", তখন পাঠক অনায়াসেই অনুভব করেন আকুল প্রার্থনার চোরাস্রোতে কবি কতটা নির্মল প্রেমিক। আবার এই প্রেমিক-কবিই দিশা দেখান জীবনোত্তর কোনও যাত্রার, যেন বা মুক্তির —" এক গান এঁকো / জীবন এঁকো / পাশে ছোট্ট করে লিখো / আসি আর / তোমার সাথে দেখা করে চলে যাই ..."।

২৬ অক্টোবর ▲ সঞ্জয় ঋষি ▲ সুতরাং ▲ বিনিময় ৩০ টাকা

নি র্ম ল ঘো ষ

মন খারাপের সীমানায়

অনুভূতির প্রান্তসীমায় সব মানুষই মনে হয় ছদ্ম আনন্দে মশগুল। মানুষের মন ইদানিং বেশ খারাপ। 'মনে খারাপের পরে' কাব্যগ্রন্থের হাত ধরে কবি ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী সেই মন খারাপ করা অনুভূতির সীমা রেখায় পৌঁছতে প্রয়াসী হয়েছেন। কবির কৌশলি মন, মন খারাপের পরের যাপন কৌশল শিখে নিয়েছে। মন খারাপ দুর করতে পারে একমাত্র ভালোবাসা। তাই গভীর মমতায় অনুনয় - 'আরেকটু ভাত দিই (এখানে ভালোবাসা)। ভালোবাসার অন্বেষা সব মানুষরই মনে সমান গভীর ও আন্তরিক। বৈধ-অবৈধের বেড়াজাল থাকলেও পুরনো ভালোবাসা আরো বেশি করে প্রার্থনীয় - 'যদি আসে আবার / এক ঘ্রাণ অঘ্রাণ' (আরও একটি অবৈধ প্রেম)। অতীত বিলাসী কবির মন বনলতার সঙ্গেই হয়তো হাজার বছর ধরে পথ হাঁটছে — '... সময় / ঘরে ফিরে এস"। একঘেয়েমি জীবনের প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা কবির জীবনে সত্যি - 'আমি রোজ সকালে উঠছি' (আনন্দের সাথে জানাচ্ছি)। আমাদের কঠোর জীবনের বাস্তবতা মৃত্যুর সঠিক পরিসংখ্যানকেও ভুল প্রমাণ করে। নাম গোত্রহীন অসংখ্য মৃত্যু থেকে যায় পরিসংখ্যানে আড়ালে (সংখ্যা)। নিশিজীবনের বাস্তবতা কবির কলমে স্থান পেয়েছে - 'দূরগামী মেয়েদের রাতের কড়ানাড়া' (রাতের কড়ানাড়া)। নগর সভ্যতা দূষণবাষ্পে আজ ফসিল। তাই প্রাণের আস্তানা নেই - 'থাকে নয় থাকত / মনে হয় বহুবছর আগে (এখানে কে থাকে)। সব মিলিয়ে ইন্দ্রনীল চক্রবর্তীর কবিতা একঘেয়েমি জীবন-ভালোবাসা-মন খারাপ বাস্তবতা সব কিছুর টাটকা একরাশ ফুল।

তরুণ কবিকে পথ চলতে সাহায্য করায় 'পুস্তক বিপনি' প্রকাশনাকে সাধুবাদ জানাই। আর কবি ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী আরও অনুভূতি সমৃদ্ধ কবিতা আমাদের উপহার দেবেন আশা রাখি। 'মন খারাপের পরে' কবি ভালো থাকুন তাঁর কবিতা নিয়ে।

.....

মনখারাপের পরে ▲ ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী ▲ পুস্তক বিপনি ▲ বিনিময় ৬০ টাকা

.....

একুশে কবিতার সাফল্য কামনায় —

39 & 40, K. N. Road,M. M. Complex Extn. (1st Floor), Berhampore
Help Line : 09233010000 www.f1technology.in

জ য় দী প ম ন্ড ল

একুশে কবিতা - সংবাদ

একুশে কবিতার ষষ্ঠ মাসিক (২৭/০২/২০১৪) আসরের বিষয় ছিল "ভাষা আন্দোলন ও বর্তমান প্রজন্ম" মননশীল আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন আমন্ত্রিত কবি সন্দীপ বিশ্বাস, সমরেন্দ্র রায়, গীতা কর্মকার। তারপরে বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যান তপন চক্রবর্তী, গায়ত্রী কর্মকার, দেবজ্যোতি কর্মকার, শঙ্খদীপ কর, কাজল সাহা, বিশ্বজিৎ মন্ডল। কবিকণ্ঠে ছিলেন জয়দীপ মন্ডল, শুভময় পাল, দেবজ্যোতি কর্মকার। শঙ্খদীপের গান সকলকে প্রাণিত করে।

সপ্তম আসর (৩০/০৩/২০১৪) একইস্থানে শ্রীগুরু পাঠশালায়। "বাংলা কবিতার বাঁক বদল" বিষয়ে আলোচনা করলেন অতিথি কবি অরুণ চট্টোপাধ্যায়, সাধন কুমার রক্ষিত এবং তপন চক্রবর্তী। কবি কণ্ঠে ছিলেন সঙ্গীতা চৌধুরী, প্রশান্ত মন্ডল, অর্ধেন্দু বিশ্বাস, প্রবোধ কুমার মন্ডল এবং উৎপল ঘোষ।

অষ্টম আসর (২৭/০৪/২০১৪) "লিটিল ম্যাগাজিন ও বাংলা সাহিত্য" বিষয়ে বললেন আজিজুল ইসলাম ও তপন চক্রবর্তী। কবিতা পাঠ করলেন শঙ্খদীপ কর, তন্ময় মন্ডল, সুদীপ্ত চক্রবর্তী।

২৫ শে বৈশাখ পত্রিকা দপ্তরে কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর মূল অনুষ্ঠানটি হয় বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার মাঠে, সন্ধ্যার খোলা আকাশের নিচে, সবুজ ঘাসে। প্রথমে পত্রিকার প্রকাশিকা রুমা দে হাজরা গাইলেন "তোমায় গান শোনাব" তারপর কবির জীবনের নানাদিক ও রচনার ভিন্ন ভিন্ন আলোচনায় জমজমাট হয়ে ওঠে সভাটি। অংশ গ্রহণ করেন সুব্রত হাজরা, তন্ময় মন্ডল, রাজেশ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্ত চক্রবর্তী, শঙ্কু পাল, জয়দীপ মন্ডল, প্রশান্ত মন্ডল। গান গাইলেন সঙ্গীতা চৌধুরী, রাজেশ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্ত চক্রবর্তী, রুমা দে হাজরা। রবীন্দ্র কবিতা পাঠ করলেন সুব্রত হাজরা, তন্ময় মন্ডল, সুদীপ্ত চক্রবর্তী, জয়দীপ মন্ডল।

নবম আসর (২৪/০৫/২০১৪) বিষয় ছিল "বাংলা কবিতায় দুর্বোধ্যতা সমন্ধে আপনার মতামত।" আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি রঞ্জন গোলদার, দেবাশিস সাহা ও গোপাল বসাক। কবিকণ্ঠে ছিলেন উজ্জ্বল পাল, দেবজ্যোতি কর্মকার, সজল দাস।

দশম আসরের (২৯/০৬/২০১৪) বিষয় ছিল "মুর্শিদাবাদ জেলায় কবিতা চর্চার একাল-সেকাল" মূল আলোচক ছিলেন প্রবীন কবি উৎপল কুমার গুপ্ত ও শ্যামল সেনগুপ্ত। কবি কণ্ঠে ছিলেন সুব্রত হাজরা, সুদীপ মন্ডল, আশুতোষ প্রামাণিক। শঙ্খদীপ কর ও তপন চক্রবর্তীর সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করে তোলে।

একাদশতম (২৯/০৭/২০১৪) আসরটি শুরু হয় শঙ্খদীপ করের কণ্ঠে একখানি রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে। কবি নীলিমা সাহা ''বাংলা কবিতায় ছন্দের প্রভাব'' সমন্ধে আলোচনা করলেন। তপন চক্রবর্তী, প্রশান্ত মন্ডল, সজল দাস, শঙ্খদীপ কর ও এই বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। কবিতা পাঠ করেন সঙ্গীতা চৌধুরী, কর্ণালী সরকার, প্রশান্ত মন্ডল। মাঝে মাঝে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তপন চক্রবর্তী, সঙ্গীতা চৌধুরী ও রাজেশ চট্টোপাধ্যায়।

দ্বাদশ (৩১/০৮/২০১৪) তম একুশে কবিতা'র মাসিক আসরটির বিষয় ছিল 'পুজো বা শারদ সংখ্যা কি আদৌ সাহিত্যের কোন উন্নতি ঘটায়?' মূল আলোচক হিসাবে ছিলেন অরিন্দম রায়। অনুষ্ঠানটির প্রারম্ভে রাজেশ চট্টোপাধ্যায় ও মৃন্ময় মন্ডল গীটার বাজিয়ে গেয়ে শোনলেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের ''আমি বাংলায় গান গাই .....''। আলোচনায় অংশ নিলেন বিশ্বজিৎ মন্ডল, তন্ময় মন্ডল, সুব্রত হাজরা, সজল দাস, সঙ্গীতা চৌধুরী, অর্ধেন্দু বিশ্বাস, জয়দীপ মন্ডল। মাঝে মাঝে মৃন্ময় মন্ডল ও রাজেশ চট্টোপাধ্যায় গীটারের ঝংকারের সাথে গেয়ে শোনান ''আমার ভিতর ও বাহিরে ....'' ''বুঝিনি আমি তোমাকে ...''

BERHAMPORE EDUCATION INSTITUTE

এখান থেকে Distance ও Regular -এ
B.A. B.Sc, B.COM, MA, MSc. MCOM, BBA, BCA,
BTECH, MBA, MCA, MTECH, Polytechnic, Diploma &
Computer Coursess, MP, HS (NIOS & Oth Board থেকে)
এবং
B.Ed. D.Ed. M.Ed, BPEd, MPEd
রেগুলার মাধ্যমে NCTE ও UGC স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করানো হয়।

Infront of Krishnanath College School
K.N. Road, Berhampore, Murshidabad, Pin - 742101
Contact : 9679732359
Berhampore : 9614216554 / Sargachi : 8926034318
Email : sabdarali121@gmail.com